ꠘꠣꠉꠞꠤꠞ ꠡꠋꠉꠣꠝꠦ ꠍꠤꠟꠦꠐꠤ ꠎꠣꠔꠤ

নাগরির সংগ্রামে ছিলেটি জাতি

ꠁꠔꠤꠀꠡꠛꠤꠖ ড. ꠝꠥꠝꠤꠘꠥꠟ ꠢꠇ

ইতিহাসবিদ ড. মুমিনুল হক

এল.এল.বি (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), এম.এস.এস (অর্থনীতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), পি এইচ ডি (লন্ডন), সিনিয়র এডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট, নাগরি স্বীকৃতি আন্দোলনের রূপকার

নাগরি বর্ণে ছিলটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদ
স্থাপিত: ৭ মে ২০১৫
প্রতিষ্ঠাতা: ইতিহাসবিদ ড. মুমিনুল হক
বর্ষিজোড়া, মৌলভীবাজার

নাগরির সংগ্রামে ছিলেটি জাতি
ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক

প্রকাশকাল ডিসেম্বর 2017

গ্রন্থস্বত্ব
ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক

প্রচ্ছদ -কম্পিউটার ও কম্পোজ আলিম চৌধুরী
মূল্য দু শ টাকা

প্রচ্ছদের ছবি
এক
সংবাদ সম্মেলন মুলইবাজার প্রেস ক্লাব 2016
দুই
মানব বন্ধন মৌলভীবাজার সরকারী কলেজ 2016
তিন
দেওয়াল লেখা মৌলভীবাজার কোর্ট রোড 2017
চাইর
ছিলেট জাতির বুনিয়াদি আবাস ভূমির ম্যাপ অংকন করছইন শাজাহান সাগর

সহযোগিতায়
নাগরি একাডেমী,মণিপুর ভারত
নাগরি সাহিত্য,পরিষদ মণিপুর ভারত

ꠃꠔ꠆ꠡꠞ꠆ꠉ
ꠍꠤꠟꠦꠐꠤ ꠎꠣꠞꠣ ꠍꠤꠟꠦꠐꠤ ꠎꠣꠔꠤ ꠅ ꠔꠣꠘꠔꠣꠘ ꠝꠣꠔ꠆ꠞꠤꠜꠣꠡꠣ
ꠍꠤꠟꠦꠐꠤ ꠢꠤꠍꠦꠛꠦ ꠄꠇꠤꠘ ꠇꠞꠁꠘ ꠔꠣꠘꠔꠣꠘꠞꠦ ꠅ ꠍꠤꠟꠦꠐ ꠎꠣꠔꠤꠞ
ꠡꠦꠞꠡ꠆ꠔ ꠡꠘ꠆ꠔꠣꠘ ꠘꠣꠉꠞꠤ ꠡꠁꠘꠤꠇꠖꠦꠞ ꠃꠖ꠆ꠖꠦꠡꠦ

উৎসর্গ
ছিলেটি যারা ছিলেটি জাতি ও তানতান মাতৃভাষা ছিলেটি হিসেবে একিন করইন তানতানরে ও ছিলেট জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান নাগরি সৈনিকদের উদ্দেশ্যে

১,বাঙ্গালীর মত ছিলেটি একটি আলাদা জাতি।
২,ছিলেটি ভাষা একটি স্বতন্ত্র ভাষা।
৩,ছিলেটিদের মাতৃভাষা ছিলেটি ভাষা।
৪,নাগরি সৈনিকরা ছিলেট জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান।
ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক

জাগো ছিলেটি জাগো
কমর উদ্দিন

অইছে । চোখ মেলো । আর ঘুমাইওনা ভাই ,
তিনশ বছর ত ঘুমাইলায়, ভাষা রইছেনি ছাওছাই ।
জাত তোমার কিতা আর ভাষা আছলো কোনটা ?
বইত পুথিত ভাষা নাই, জাতর বাজিছে বারোটা ।
ইস্কুল কলেজ থাকিন হারিছে তোমার জাতৃভাষা
মুখে মুখে আইজও জিন্দা ছিলেটিদের মাতৃভাষা ।
নিজর ভাষার অক্ষর তৈয়া বাংলা ভাষায় লেখা ,
মাতৃভাষা ছিলেটি থইতে মুখটা কর বেখা ।
ছিলেটি নাগরি তোমার অক্ষর ছিলেটি তোমার ভাষা ,
ছিলেটি জাতির মানুষ তুমি পরমান আছে তাশা ।
দুনিয়ার হক্কল ছিলেটি ভা□ই, ঘুম থাকি উঠো
মাতৃভাষা জিয়াইয়া রাখতে, দরকারে লাঠি কাটো ।

[illegible]

তুরা মাত

মাবুদের বহত রহমত আড়াই বছর আমি দিন রাইত সাজা পাইয়া নাগরির আন্দোলন ও বিপ্লবের পহলা ধাপ শেষ করলাম।এক শ কমিটি আটটি নাগরি হরফের দেওয়াল লেখাসহ হকলতা লইয়া বহত কাম হইছে ।আমার ডাকে নাগরি সৈনিকরা আগুআইয়া আইছন।বহুত খুশী লাগে আইজ আমি পয়লা আওয়াজ দেওয়ায় কিছু ছিলেটি তারার মাতৃভাষা ছিলটি ভাষা আর এই ভাষা স্বতন্ত্র ভাষা কোন ভাষার উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা নাহ ও ছিলেটি একটি জাতির নাম এই হাছা কথা মানা শুরু করছইন। ছিলেটি জাতির কয়েক শ বছর পর এই মাত আমি কইতে পারায় গর্ব করি।

ইস্কুল হিকি মাতৃভাষা বাংলা আর ঘর মাইর গেছে মাত হিকি ছিলেটি ভাষায়। আমরার মাতৃভাষা বাংলা ইতা মিছা মাত।ইতা পড়িয়া আমরার মগজ ধোলাই হই গেছে।এর লাগি ছিলেটি হকলে কইন তারা বাঙালী।আমরা ছিলেটি বাঙালী নায় আমরা আলাদা জাতি।

আমি হয়ত থাকতাম না আমরার পুয়া বা নাতীর আমলে তারার ত্যাগে একসময় ছিলেটি ভাষা বই পুস্তকে ডুকব এটা আমার বিশ্বাস।তখন আমার চিন্তা ও সাজা কাম লাগব।

জয় ছিলেট জাতি
জয় নাগরি
জয় নাগরি সৈনিক

নিজর জাতি ও ভাষা টিকাই রাখার লাগি ছিলটিরা জাগিয়া উঠ

হালতুন্নবীর প্রচ্ছদ

ছিলট জাতির জনপ্রিয় বই হালতুন্নবীর প্রচ্ছদ । লেখক মুনসী ছাদেক আলী।

মুলইবাজার জেলার রাজনগর উপজেলার তাহার লামু গাওত মুনসী ছাদেক আলীর কবরের ছবি

নিজর জাতি ও ভাষা টিকাই রাখার লাগি ছিলটিরা জাগিয়া উঠ

সূচীপত্র

প্রথম খন্ড

নাগরির অতীত ও বর্তমান

ছিলেটি একটি জাতির নাম ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক.............. 9-10
আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক.............. 11
ছিলেটি একটি স্বতন্ত্র ভাষা ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক.............. 12
ছিলেটি ভাষার নাগরি অক্ষর ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ও আই ডি.............. 13
আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাফেজ রিয়াজ উদ্দিন.............. 14-15
কেন নাগরি বর্ণের ছিলটি ভাষার স্বীকৃতি চাই ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক.............. 16
নাগরি আন্দোলন মিলন শেখ.............. 17--18
নাগরির ইতিবৃত্ত ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক.............. 19--21
ছিলেটিদের মাতৃভাষা ছিলটি ভাষা.............. 22
ফ্রান্সের ভাষা যাদুঘরে ছিলটি ভাষা.............. 23
প্রাচীন দলিলে নাগরি সাক্ষর.............. 24
নাগরি তাম্রলিপি আবিষ্কিত.............. 25
এক নজরে মণিপুর ও ছিলেটি জাতির জনসংখ্যা.............. 26
ছিলেটি জাতির করণীয়.............. 27
নাগরি আন্দোলনের স্লোগান ও মেয়াদ.............. 28
ছিলেটি ব্যাকরণ.............. 29
ছিলেটি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান.............. 30
ছিলেট ভাষায় নয়া শব্দ ব্যবহার..............31
প্রথম নাগরি ফন্ট ওপ্রথম মানব বন্ধন.............. 32
নাগরি একাডেমী মণিপুর.............. 33
নাগরি সাহিত্য পরিষদ মণিপুর.............. 34
এক নজরে নাগরি.............. 35-36
নাগরি হরফ ও শব্দ আলিম চৌধুরী.............. 37-43

2য় খন্ড

নাগরির আন্দোলনে ছিলেট জাতি

আন্দোলনের কর্মসূচী.............. 42
সাক্ষরতা.............. 43

শতাধিক কমিটির মধ্যে কয়েকটি কমিটি -

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি.............. 44
মৌলভীবাজার জেলা কমিটি.............. 45
নাগরির সংগ্রামে ছিলেটি জাতি গ্রন্থের প্রচ্ছদ.............. 46
রাজনগর পোটিয়াস মডেল হাইস্কুল কমিটি.............. 47
পরিষদের অন্যান্য কমিটি.............. 48-50

মণিপুরে চারটি কমিটি মধ্যে তিনটি

মণিপুর রাজ্য কমিটি.............. 51
বরাক সার্কেল কমিটি.............. 52
লাল পানি গাও কমিটি.............. 53

সাইত্রিশটি নাগরি হিকা প্রতিযোগিতা মধ্যে কয়েকটি -

ছাতকের শ্যামবাজার বিদ্যালয়.............. 54
ছিলেট জামেয়া.............. 55
মজিদ পুর গ্রীন লিপস কেজি.............. 56

মণিপুরে নয়টি নাগরি হিকা প্রতিযোগিতার মধ্যে কয়েকটি

সোনাপুর গাও মণিপুর.............. 57
লাল পানি সাবিহ মক্তব ও আহমেদাবাদ মাদরাসা.............. 58
আসামে রাজনগর গ্রাম কমিটি ও প্রতিযোগিতা 59
গৌহাটি কটন বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ও প্রতিযোগিতা 60

বাংলাদেশের মাননীয়া প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বরাবরে স্মারকলিপি :

ঐতিহাসিক একুশে জুন দু হাজার পনরো এর স্মারক লিপি ও নাগরি কপি.............. 61-62
ভারতে ঐতিহাসিক আটাশে আগষ্ট দু হাজার সতরো এর স্মারক লিপি.............. 63
বাংলাদেশের মুলইবাজারের ডিসি ও ভারতের জিরিবামের ডিসি কাছে স্মারক হস্তান্তর......... 64
নাগরিতে চারটি দোকানের সাইনবোর্ড.............. 65-66
নাগরি পেপার ছিলটি খবরের চার সংখ্যার প্রথম পাতা.............. 67-70
গন সাক্ষর ও মানব বন্ধন.............. 71
ব্যানার ও সাইন বোর্ড.............. 72
নাগরি হরফে দেওয়াল লেখা আটটি : কানাইঘাট- শ্রীমঙ্গল -রাজনগর শ্রীমঙ্গল- মুলইবাজার -বিয়ানী বাজার -লাল পানিবাজার- লাল পানি বাজার.............. 73-76
জেমস উইলিয়াম ও গন মিছিল.............. 77
নাগরির কবিতা গ্রন্থের প্রচ্ছদ.............. 78
নাগরি ক্যালেন্ডার.............. 79
নাগরি হরফের বই এর প্রচ্ছদ.............. 80
দু টি কলেজে নাগরির সাইন বোর্ড.............. 81
নাগরি হরফের পোস্টার.............. 82
নাগরি আন্দোলন গ্রন্থের প্রচ্ছদ.............. 83
নাগরি আন্দোলন বইয়ের প্রকাশনা ও নাগরি স্বীকৃতির দাবীতে আলোচনা সভা..............84
পরিষদের গবেষণামূলক প্রকাশনা ও সার্টিফিকেট.............. 85
প্রকাশনা উৎসব হরফের বই ও মণিপুর নাগরি বিপ্লব বই এর প্রকাশনা উৎসব.............. 86
মণিপুরে নাগরি বিপ্লব গ্রন্থের প্রচ্ছদ.............. 87
পয়লা নাগরি সৈনিক কবিতা জয়নুল ইসলাম.............. 88
নাগরি সৈনিক ও শিক্ষকদের ছবি.............. 89
মণিপুরে ছিলটি খবরের প্রকাশনা ও স্মারক লিপি.............. 90
নাগরি সমাবেশ.............. 91
নাগরি দিবস কবিতা সাব্বির আহমদ.............. 92
মুলইবাজার সরকারী কলেজে আলোচনা সভা ও নাগরি কি বোর্ড.............. 93
নাগরি বিপ্লব গ্রন্থের প্রকাশনা ও বৃটিশ লাইব্রেরীতে নাগরি পেপার.............. 94
কবিতা মিলন শেখ ও এম পির কাছে স্মারকলিপি.............. 95
ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক সম্পর্কে অভিমত.............. 96

নিজর জাতি ও ভাষা টিকাই রাখার লাগি ছিলটিরা জাগিয়া উঠ

নিজর জাতি ও ভাষা টিকাই রাখার লাগি ছিলটিরা জাগিয়া উঠ

ছিলটি একটি জাতির নাম

ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক

ছিলটিরা বাঙালী অনেকে মনে করি ।তা সত্য নয়।
কারণ
১,বাংলাদেশের ছিলট অঞ্চলে আমরার বাপ দাদায় ছিলট কোন বাঙালী অফিসার বা লোক দেখলে বলতেন বেঙলী ।আমরা ছিলটিরা যে বাঙালী নায় আমরার বাপ দাদা থেকে স্বীকৃত।
২, ভাষা ও বর্ণ আলাদা ।এক জাতি হলে ভাষা ও বর্ণ আলাদা হবে কেন।
৩, ছিলটি আচার আচরন বাঙালী থেকে আলাদা ।
৪,সামাজিক রীতি নীতি যেমন আম কাঠালী ইস্তারী এ বাঙালী থেকে আলাদা।
৫,ভৌগোলিক ভাবে ছিলটের অবস্থান যা বাঙালী জাতি থেকে পৃথক তা লক্ষণীয়।
৬, চারিত্রিক অভ্যাস ও খাদ্যাবাস বাঙালী জাতি থেকে অনেক ক্ষেত্রে আলাদা।
৭,দু একটা ব্যতিক্রম ছাড়া ছিলটিরা এখন বাঙালীদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় না।কারণ এক জাতি হলে অসুবিধা থাকার কথা ছিল না।
দশ হাজার জনসংখ্যার অনেক জাতি তার বৈশিষ্ট ধরে বিশ্বের মানচিত্রে ঠিকে থাকতে পারে।আমরা কেন পারব না। ।আসুন দেড়কোটি ছিলেটি আমরা একটি জাতি সত্তা নিয়ে বাংলাদেশ ভারত সহ সকল দেশের মানচিত্রে প্রতিষ্টিত হই। বিলীন হওয়া ছিলট

ছিলেটি জাতি

পূর্ব ভারতে সেভেন সিসটারের মত ছিলেটি একটি জাতি।অখন্ড ছিলেট ভারতের সাথে থাকলে আট সিসটার নামে পরিচিত হত।ছিলেট উন্নিশ শ সাতচল্লিশ সালে দু ভাগ হওয়ায় বাংলাদেশের ছিলেট অংশ বাঙালী জাতি হিসেবে পরিচিতি হচ্ছে নয়া প্রজন্মরা।এর পিছনে বই পুস্থক বড় ভূমিকা রাখছে।
ছিলেটি একটি জাতি হিসেবে গুগল একটি পেইজ।

4G 10:25 AM 75%

^ Sylheti Jati

Sylheti Ethnicity is also known as **Sylheti Zaati** in popular form; it includes peoples from Barak Valley in Southern Assam, India and Surma Valley or Sylhet Division, Bangladesh. Sylheti Zaati includes peoples from different religious denominations including Muslims, Hindus, Christians, Pagans and Atheists. A perception runs wild in Bangladesh that people of Sylhet are planning in connivance with India to carve out an independent state of Sylhet consisting of South Assam, Meghalaya, Tripura, greater Mymensingh, greater Dhaka, greater Comilla, greater Noakhali, greater Chittagong and Chittagong Hill Tracts with the epicentre at the city of Sylhet. This myth was concocted in an anonymous group or individual(s) in London and it led to consequential suppression of Sylheti Zaati in Bangladesh. Sylheti Zapatista is gaining wider recognition and momentum outside of Bangladesh due to growing human

ছিলটি ভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি
ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক

নিজর মাইর ভাষা ও লিপি ভূলিয়া ছিলটিরা পরগাছা অইজিরা। ছিলটি ভাষার নাগরি লিপি 2005 সালর মার্চ মাসো ইউনিকোড সইতে আন্তর্জাতিক ভাবে অনুমোদিত অইছে। অনুমোদনর খবর হখল ছিলটিরা এখনো জানইন না,এথ সময় আমরার বাফ দাদারা যা ফড়তা লেখতা আমরা এখন তা ফড়িও না আর লেখা ইকটাত বউত দুরর খতা,ফ্রান্সের ভাষা যাদুঘরে ছিলটি ভাষার নাম আছে তা খয় জন ছিলটিয়ে জানি।ছিলটি ছাড়া দুনিয়ার হখল মানুষে মার ভাষা হিকরা আর আমরা মার ভাষা ভুলরাম এর চেয়ে শরম আর কিতা অইতো ফারে, এর বাদেও মাঝে মধ্যে এথ দুইটা খবর আমরার মনো আসার আলো দেখায়,ইলা এক খবর অইলো ঔ ভাষারে মণিপুরর লালপানি গ্রামর ইদ্রিছ আলি ও বাবু মিয়ারা এখন কামড় মারিয়া ধরিয়া আছইন ।তারা ছিলটি ভাষার নাগরি পুথি হক্কল সময় পড়ইন আর লেখতাও ফারইন,

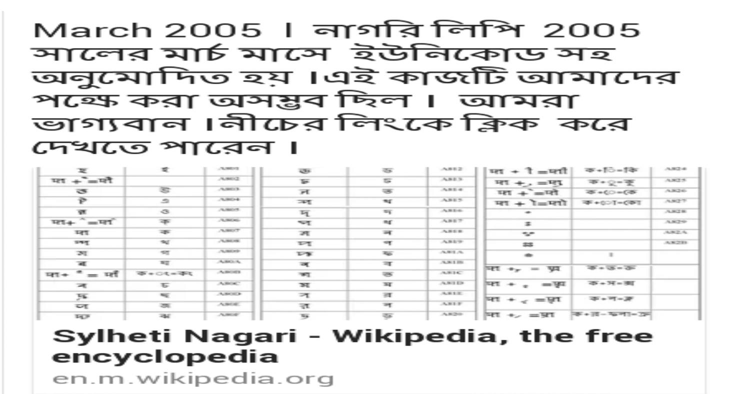
March 2005 । নাগরি লিপি 2005 সালের মার্চ মাসে ইউনিকোড সহ অনুমোদিত হয় ।এই কাজটি আমাদের পক্ষে করা অসম্ভব ছিল । আমরা ভাগ্যবান ।নীচের লিংকে ক্লিক করে দেখতে পারেন ।

Sylheti Nagari - Wikipedia, the free encyclopedia
en.m.wikipedia.org

উইকিপিডিয়া ছিলটি ভাষার ইউনিকোড এর বিবরণ

সিলেটি ভাষা কোন ভাষার উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা নহে।

সিলটি একটি স্বতন্ত্র ভাষা
ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক

কারণ :

১. যে ভাষার নিজস্ব আলাদা বর্ণ আছে শব্দ আছে বাক্য আছে সেই ভাষাকে সহজে আরেকটি ভাষার উপভাষা বলা এটা আত্মঘাতি ও নিজের ভাষাকে হেয় করার নামান্তর।

২. ফ্রান্সের যাদুঘরে উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষার তালিকায় নয় এটা স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার পাশাপাশি সিলেটি ভাষার নাম রয়েছে।

৩. যে ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ও ইতিহাসবিদ মুমিনুল হকের সম্পদনায় ছিলটি খবর নামে একটি সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়েছে যে ভাষার প্রেস ছিল সে ভাষা.উপভাষা কি করে হবে। মানুষ নিজের ভাষা রেখে কেন উপভাষায় লিখবে ও প্রকাশ করবে।

৪. আন্তর্জাতিকভাবে সিলেটি ভাষার যে স্বীকৃতি পেয়েছে ২০০৫ সালে তা একটি স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে পেয়েছে উপভাষা হিসেবে নয়।

৫. যে ভাষায় শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি শক্তিশালি না হলে বা উপভাষা হলে শিলালিপি খোদিত হত না। পৃথিবীর কোন তাম্র ইতিহাসে উপভাষায় খোদিত কোন শিলালিপির সন্ধান নেই।

৬. ছিলটি ভাষায় হাতের সাক্ষর ও দলিল পর্যন্ত লিখিত হত যা সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৭. যে ভাষার লোকজনের আলাদা কৃষ্টি ও ঐতিহ্য রয়েছে। তার ১০.৭ মিলিয়ন লোক যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষাকে তার নিজস্বভাষী লোকজন বাংলা ভাষার উপভাষা বলা দুঃখজনক ও রহস্যজনক।

আমরা পরিশ্রম করতে চাই না পরগাছা বা উপভাষা হিসেবে দায়সারা ভাবে কাজ করতে চাই।

আসুন নিজের স্বার্থ পরিত্যাগ করে নিজের মাতৃভাষার চর্চা করে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে একটি সমৃদ্ধ ছিলেটি ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করি।

সিলেটি ভাষার নাগরি অক্ষর

ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক

সিলেটি ভাষার অক্ষরে নাম নাগরি অক্ষর। অনেক ভুল করে বলেন নাগরি ভাষা। ভাষা বললে বলতে হবে সিলেটি ভাষা আর অক্ষর বললে বলতে নাগরি অক্ষর। প্রবাদ আছে যে আড়াই দিনে নাগরি শেখা যায়। নাগরি অক্ষর তেত্রিশটি। পাঁচটি স্বরবর্ণ আর আটাইশটি ব্যঞ্জন বর্ণ। স্বরবর্ণ আ ই উ ও এ বাকিগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ।

ঙ, ঞ, ণ- এ তিনটির ব্যবহার করা হয় বাংলা ভাষায়। সিলেটি নাগরীতে শুধু একটি 'ঙ' ব্যবহার করা হয়। বাংলা ভাষায় শ, ষ, স তিনটির ব্যবহার হয় তবে সিলেটি নাগরীতে শুধু কেবল ষ, স পরিবর্তে শ ব্যবহার করা হয়।

সিলেটি নাগরীতে ে া (ও-কার)-এর ব্যবহার নেই। এর পরিবর্তে সব সময় ু (উ-কার) ব্যবহার করা হয়।

বাংলা ভাষায় ি, ী-কার উভয়ই ব্যবহার করা হয় কিন্তু সিলেটি নাগরীতে শুধু ই-কারের ব্যবহার হয়। নাগরিতে আ আর র প্রায় সমান। তবে আ এর টান লম্বা আর র এর টান ছোট।

নাগরি সৈনিকদের আই ডি কার্ডের একটি ছবি

নাগরি আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

হাফেজ রিয়াজ উদ্দিন

১. নাগরি বর্ণে ছিলটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদের প্রতিষ্ঠা সন ও ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক কর্তৃক প্রথম নাগরির স্বীকৃতি উত্থাপন ৭-৫-২০১৫।

২. পরিষদের প্রথম জেলা কমিটি মৌলভীবাজার জেলা ২৫-৫-২০১৫।

৩. প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২২-৫-২০১৫।

৪. প্রথম উপজেলা কমিটি মৌলভীবাজার সদর উপজেলা ৫-৬-২০১৫।

৫. প্রথম পৌরসভা কমিটি মৌলভীবাজার পৌরসভা ২৪-৭-২০১৫।

৬. প্রথম স্মারকলিপি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ২১-৬-২০১৫।

৭. প্রথম মন্ত্রীকে স্মারকলিপি সৈয়দ মহসিন আলী মন্ত্রী মহোদয়কে ৩-৭-২০১৫।

৮. প্রথম ডিসিকে স্মারকলিপি ডিসি মৌলভীবাজার কামরুল হাসান ১৬-৭-২০১৫।

৯. প্রথম নাগরিতে লিখিত ব্যানার ১৮-৬-২০১৫।

১০. প্রথম নাগরিতে লিখিত ঈদ শুভেচ্ছা ১৭-৭-২০১৫।

১১. প্রথম নাগরি বর্ণমালার মুদ্রিত পোস্টার ২৭-৬-২০১৫।

১২. প্রথম নাগরি বর্ণমালার উপর আলোচনা সভা হয় হাজেরা কেজি স্কুল কমলগঞ্জ ১৯-৮-১৫।

১৩. হেপী রানী পাল ছাতক প্রথম সিলটি যিনি পরিষদের নাগরি পোস্টার থেকে হরফ পড়া ও লেখা শিখেছেন ২৮-৮-১৫।

১৪. প্রথম হাইস্কুলে স্মারকলিপি হস্তান্তর রাজনগর উপজেলার আছিয়া রহমান একাডেমি ৩১-৭-১৫।

১৫. প্রথম নাগরি হরফ বই প্রকাশ ১-৯-১৫।

১৬. প্রথম বেসরকারী মাদ্রাসায় কমিটি জামেয়া আবু হোরায়রা সিলেট ১৬-৯-২০১৫।

১৭. প্রথম নাগরি লিখন প্রতিযোগিতা ও পুরুস্কার প্রদান শ্যামনগর বিদ্যালয় ছাতক ১-১০-২০১৫।

১৮. প্রথম পরিষদের হাই স্কুল কমিটি রাজনগর পোটিয়াস হাইস্কুল ১২-১০-২০১৫।

১৯. ইতিহাসে প্রথম নাগরিতে ত্রৈমাসিক সংবাদ পত্র প্রকাশ ছিলটি খবর সম্পাদক মুমিনুল হক ১৫-১০-২০১৫।

২০. প্রথম নাগরি ফন্ট সবার জন্য উন্মুক্ত করন বিপ্লব কান্তি দেব কর্তৃক ১৫-১০-২০১৫।

২১. নাগরিতে লিখিত প্রথম সাইনবোর্ড দোকানে লিখেন ছাতকের আবুল কালাম আজাদ ১৪-১১-২০১৫। আর দ্বিতীয়টি দোকানে লিখেন রাজনগর উপজেলার তারা পাশাবাজারে মিছবাউর রহমান রনি ২০-৩-২০১৭।

২২. নাগরির স্বীকৃতির দাবিতে প্রথম মানববন্ধন হয় মৌলভীবাজার সরকারী কলেজে ৪-২-২০১৬।

২৩. নাগরির স্বীকৃতির দাবীতে প্রথম সংবাদ সম্মেলন মৌলভীবাজার প্রেসক্লাব ১৬-১-২০১৬।

২৪. নাগরিতে লিখিত প্রথম দরখাস্ত রাজনগর উপজেলার একাসঙ্গোস মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণির ছাত্র সাব্বির হোসেন লিখে মাদ্রাসা প্রদান করেন ১৫-২-২০১৬।

২৫. প্রথম আসাম গৌহাটির মুনিম পারভেজ বারভূঁইয়া নাগরিতে লিখে প্রথম জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৬-২-২০১৬।

২৬. প্রথম নাগরির স্বীকৃতির জন্য গণসাক্ষর অভিযান পরিচালিত হয় আবু সাঈদের নেতৃত্বে সিলেট পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটে ১-৫-২০১৬।

২৭. ছিলটি ভাষার স্বীকৃতি আন্দোলনের শারীরিকভাবে আহত প্রথম ভাষাসৈনিক মেরাজ হোসেন চৌধুরী মৌলভীবাজার সরকারী কলেজ ১৯-৬-২০১৬।

২৮. রাজনগর উপজেলার শ্যামের কোনা গ্রামে, পরিষদে গ্রাম কমিটি গঠন হয় রাহেল আহমদের নেতৃত্বে ১২-৭-২০১৬।

২৯. পরিষদের প্রথম সাইনবোর্ড প্রদান করেন মোরশেদ আহমদ সমন্বয়ক কাতার ১২-৭-২০১৬।

৩০. প্রায় দেড় কোটি সিলেটবাসীর পক্ষে প্রথম ছিলটির ভাষার স্বীকৃতির দাবি তোলেন ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ৭-৫- ২০১৫।

৩১. প্রায় দেড় কোটি সিলেটবাসীর পক্ষে ছিলটিদের মাতৃভাষা ছিলটি ভাষা তা উচ্চারণ করেন ও সাইনবোর্ডে প্রথম লিখেন ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক এর আগে কোথায় লেখা হয়নি ২৮-৭-২০১৬।

৩২. নাগরিতে প্রথম ব্যাংকে সাক্ষর করেন ও প্রথম নাগরির জন্য গণসংযোগ করেন ও নাগরি সৈনিক হিসেবে প্রথম আইডি পান কবি এস পি সেবু ৩১-১-২০১৭।

৩৩. নাগরির জন্য প্রথম দেওয়াল লেখা হয় মৌলভীবাজারে ২৫-৩ -২০১৭।

৩৪. ৭ মে নাগরি দিবসকে সামনে রেখে নাগরির স্বীকৃতির দাবীতে প্রথম গণমিছিল হয় রাজনগর উপজেলার তারাপাশা বাজারে ২৬-৪-২০১৭।

৩৫. নাগরিতে প্রথম কবিতা গ্রন্থ ছিলেটি নাগরির কবিতা প্রকাশ ৩১-৫-২০১৭।

কেন নাগরিবর্ণে ছিলটিভাষার স্বীকৃতি চাই

ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক

নাগরিবর্ণে ছিলটিভাষা-কে স্বীকৃতি প্রদান সিলেটবাসির প্রাণের দাবি। কারণ, একটি ভাষা ধ্বংস হলে বৃহৎ একটি জনগোষ্ঠীর ইতিহাস এবং ঐতিহ্য ধ্বংস হয়। সিলেটবাসীর ইতিহাস ও ঐতিহ্যে ভরপুর। সিলেটি ভাষার বর্ণমালার নাম নাগরী বর্ণমালা। প্রাচীনকাল থেকে নাগরী বর্ণমালায় ছিলটি ভাষার প্রচলন হয়। আমাদের জন্মের পর থেকে মায়ের মুখে এই ভাষা শুনে ও বলে বড় হয়েছি। সরকারী স্বীকৃতি ও সহযোগীতার অভাবে প্রায় এক কোটি লোকের এই আদি ভাষাটি আজ বিলুপ্তির পথে। গোলাম কাদের ও জেমস উইলিয়াম সহ দেশী-বিদেশী অনেকে পিএইচডি করেছেন সিলেটি ভাষার উপর।

ছিলটি নাগরী বর্ণমালায় মুন্সী সাদেক আলী সৈয়দ শাহনুর ও শীতালং শাহ্ সহ অনেক লেখকের প্রায় শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। হালতুন্নবী, রাধানুর ও নুর নছিয়ত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কম্পিউটারে লেখার জন্য মোস্তফা জব্বার আবিস্কৃত বাংলা ফন্ট 'বিজয়' এর মতো নাগরি ফন্ট আবিস্কৃত হয়েছে।

পৃথিবীতে প্রায় আট হাজার ভাষার মধ্যে তিন হাজার ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা রয়েছে। তন্মধ্যে ছিলটিভাষা একটি, যার নিজস্ব বর্ণমালা আছে। ফান্সের 'ভাষা জাদুঘর' এ অসংখ্য ভাষার মধ্যে বাংলাদেশের দুইটি ভাষার নাম রয়েছে একটি বাংলা, অপরটি ছিলটি।

সিলেটবাসী হিসেবে আমাদের প্রাণের দাবি, নাগরি বর্ণমালায় সিলেটি ভাষাকে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অথবা জাতীয় সংসদে বিল উত্থাপনের মাধ্যমে এই নাগরিবর্ণে ছিলটিভাষাকে স্বীকৃতি প্রদানসহ জাতীয় শিক্ষা কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করে এবং প্রত্যেক প্রাথমিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে সিলেটি ভাষাকে পাঠদানের সুযোগ করে এই ভাষাকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা।

তাই আমাদের সিলেটবাসীর প্রাণের দাবি নাগরিবর্ণে ছিলটিভাষা-কে স্বীকৃতির দাবিতে প্রতিটি জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নে কমিটি গঠন, সেমিনার প্রাইমারী স্কুল, হাইস্কুল, কলেজে ও ইউনিয়ন পরিষদের সাথে আলোচনা সভা, সিলেটি ভাষার উপর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রচনা, কুইজ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা, গণসাক্ষর অভিযান, মানববন্ধন করে জনমত গড়ে তুলুন। জনমত গঠনের মাধ্যমে এ অঞ্চলের জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে সরকারের সম্মতি আদায় করুন।

নাগরি আন্দোলন

মিলন শেখ

ইতিহাসবিদ মুমিনুল হকের উদ্যোগে দুই হাজার পনরো সালের ৭ মে নাগরি বর্ণে ছিলটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদ গঠিত হয়। নাগরির প্রায় ছয় শত বছরের ইতিহাসে মুমিনুল হক প্রথম স্বীকৃতির দাবি উত্থাপন করেন। ইহা একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। ইতিমধ্যে পরিষদ থেকে দাবির স্বপক্ষে মানববন্ধন গণসাক্ষর অভিযান আলোচনা সভা ও সিলেট ও মৌলভীবাজারে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও এমপি সবার বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ চার জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন এমনকি গ্রামসহ শ খানেক কমিটি গঠিত হয়েছে। শত শত লোককে নাগরিতে নাম লেখা শিখানো হয়েছে। প্রায় দুই লক্ষ টাকা খরচ করে পরিষদ থেকে বিনামূল্যে স্কুল ও কলেজে বিতরণের জন্য তিন হাজার নাগরি পোস্টার দুই হাজার হরফের বই, একশত ব্যানার, পাঁচশত নাগরি আন্দোলন গ্রন্থ পাঁচ হাজার হরফের লিফলেট ও নাগরি সংবাদপত্র ছিলটি খবরসহ গবেষণামূলক প্রকাশনা প্রকাশ করা হয়। মাতৃভাষা উল্লেখ করে নাগরি হরফ মৌলভীবাজার সরকারী কলেজ কাশিনাথ কলেজ ও রাজনগরে বড় তিনটি সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে। ছিলটিদের মাতৃভাষা ছিলটি ভাষা তা ব্যানার সাইনবোর্ড ও নাগরি পেপারে লিখে উল্লেখ করেছেন ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক। তিনি সাহস করে এই কাজটি করেছেন। এর আগে দেড় কোটি সিলেটবাসীর মধ্যে কেউ লিখিতভাবে মাতৃভাষা ছিলটি ভাষা দাবী করেন নাই। নাগরি পোস্টার স্কুল ও কলেজে বিতরণ ও নাগরি লেখা প্রতিযোগিতাসহ সার্বিক কাজে একঝাঁক নাগরি সৈনিক কাজ করছেন। তেইশটি বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় নাগরি লেখা ও শিখা প্রতিযোগিতা হয়েছে। জেলো হলো ২০১৫ সালে নাগরি শিক্ষক পংকেজ পাল ছাতকের–১. শ্যামনগর বিদ্যালয়, ২. কৃষ্ণ নগর বিদ্যালয়, নাগরি শিক্ষক তারেক হাসান চৌধুরী সিলেটের, ৩. জামেয়া আবু হোরায়রা মাদরাসা শাকির আহমদ রাজনগর উপজেলার, ৪. একামতোশ মাদ্রাসা, ৫. মেলাগড় বিদ্যালয়, নাগরি শিক্ষক শহীদুল ইসলাম, ৬. তারা পাশা কে জি স্কুল, নাগরি শিক্ষক আ রউফ শ্রীমঙ্গল উপজেলার, ৭. কাকিয়া বাজার হাইস্কুল, নাগরি শিক্ষক পিআরএসএম তারেকুল ইসলাম রাজনগর উপজেলার, ৮. মোহাম্মদিয়া মাদ্রাসা, ৯. গ্রীন লিপস কেজি, ১০. রাজনগর পৌটিয়াস নাগরি তিনি ২০১৫ সালের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হন।

২০১৬ সালে নাগরি শিক্ষক মিছবাউর রহমান রনি, রাজনগর উপজেলা, ১১. তারাপাশা পাতাকুড়ি কেজি, ১২. ১২৩নং চাটিগাও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৩. মেলাগড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৪. কাকিয়াবাজার উচ্চবিদ্যালয়, ১৫. চাউরুলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৬. চাউরুলি জামিয়া ইসলামিয়া মহাম্মদিয়া মাদ্রাসায় নাগরি শিক্ষক এ আর কাউছার বালাগঞ্জ উপজেলার, ১৭. বেলাল নগর

রিফাত আছিয়া ক্যাডেট একাডেমী, ১৮. সোনাপুর পোস্ট ই সেন্টার কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মিছবা ১৯. মৌলভীবাজার কেজি, নাগরি শিক্ষক আবু সাঈদ সিলেটের সদরের, ২০. বরইকান্দি সরকারী বিদ্যালয় নাগরি শিক্ষক হীরা দাস কমলগঞ্জ উপজেলার, ২১. বৃন্দাবনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। নাগরি শিক্ষক মাওলানা শাহ আলম রাজনগর উপজেলার, ২২. রাজি ছড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়।

২০১৬ সালে পরিষদের ছয়টি স্কুলে নাগরি প্রতিযোগিতা করে শ্রেষ্ঠ নাগরি শিক্ষকের গৌরব অর্জন করেন মিছবাউর রহমান রনি।

২০১৭ সালে নাগরি শিক্ষক মোঃ রাব্বিব আহমেদ, তাহের পুর উপজেলার, ২৩. বাদাঘাটের সোনাপুর বিদ্যালয়, ২৪. নাগরি শিক্ষক হাফেজ রিয়াজ আহমদ রাজনগর উপজেলার নুরশ্রী কে জি স্কুল।

২৫,ভারতের মনিপুর রাজ্যের জিরিবাম জেলার সোনাপুরে শিক্ষক জয়নুল ইসলাম বড়ভূইয়্যাঁ
২৬ ,ভারতের মনিপুর রাজ্যের জিরিবাম জেলার আহমেদাবাদ মাদরাসা শিক্ষক জয়নুল ইসলাম বড়ভূইয়্যাঁ
২৭,ভারতের মনিপুর রাজ্যের জিরিবাম জেলার লালপানিত সাবিহ মক্তব শিক্ষক কমর উদ্দিন
২৮ .মণিপুর রাজ্যের জিরিবাম জেলার কাশিম পুর মাদ্রাসা শিক্ষক জয়নুল ইসলাম বড়ভূইয়্যাঁ
২৯, মণিপুর রাজ্যের জিরিবাম জেলার চন্দ্রনাথ পুরে শিক্ষক জয়নুল ইসলাম
৩০, মণিপুরের লালপানি বাজার মোকাম মাদরাসা শিক্ষক জয়নুল ইসলাম।
মণিপুরের লালপানি বাজার মোকাম মাদরাসা শিক্ষক সাইদুল্লাহ মুমিন
৩১ কাছাড় জেলার জিরিঘাট লালপানি এম ই মাদরাসা নাগরি শিক্ষক হেলিম লস্কর
৩২, ভারতরের আসাম রাজ্যের কাছাড় জেলার জিরিঘাট এম ই মাদরাসা নাগরি শিক্ষক হেলিম লস্কর।
৩৩,মণিপুরের লালপানি কোচিং সেন্টার শিক্ষক আ কাদির
৩৪, লাল পানি গাও পূর্ব কোচিং সেন্টার শিক্ষক সাইদুল্লাহ মুমিন বড় ভূইয়া
৩৫,আহমদাবাদ বয়স্ক প্রতিযোগিতা শিক্ষক নজরুল ইসলাম।
দু হাজার সতরো সালে জয়নুল ইসলাম শ্রেষ্ট নাগরি শিক্ষক নির্বাচিত হন।

পরিষদের কার্যক্রম নাগরির সোনালী অধ্যায়। আমি এই নাগরি আন্দোলনে সকল সিলেটিদের এগিয়ে আসার আহবান জানাচ্ছি।

নাগরি লিপির ইতিবৃত্ত

ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক

সিলেটি ভাষার নাগরি লিপি বাংলাদেশের সিলেট ভারতে আসাম রাজ্য মণিপুর রাজ্য ত্রিপুরা রাজ্য ও নাগাল্যান্ড রাজ্য কাছাড় রাজ্যের কিছু অঞ্চলে ব্যবহৃত একটি লেখ্য লিপি নাম নাগরি লিপি। তাহা ছাড়া বাংলাদেশের ময়মনসিংহ , নেত্রকোনা ,কিশোরগঞ্জ ও লিপিটি মূলত প্রচলন ছিল।নৌ পরিবহনের কারণে চট্টগ্রাম বরিশাল পর্যন্ত নাগরির পরিধি ছিল ।বাংলা ,আরবি , কাইথি এবং দেবনাগরী থেকে উদ্ভূত এবং এতে আরবি ও ফার্সি অক্ষরের মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। এই লিপি দিয়ে শুদ্ধবাংলা , সংস্কৃত কিংবা প্রাকৃত নয়, বরং সিলেটি ভাষাই লেখা হতো।তাই এটি সিলেটি ভাষার লিপি হলো নাগরি।ঐতিহ্যগতভাবে অনেকে বিশ্বাস করেন ব্রাহ্মি লিপি ব্রহ্মার পক্ষ থেকে দেওয়া একটি লিপি, তাই সিলেটের মুসলমানগণ এই লিপি ব্যবহার করে তাদের সাহিত্য রচনা কিংবা লেখালেখী করতে এই লিপির উদ্ভব। আর তাই ধর্মীয় অনুভূতিকে প্রাধান্য দিয়ে তাঁরা আরবি আর ফার্সি হরফকে নিজেদের হরফ বলে ধরে নিয়ে আলাদা একটি লিপি তৈরি করে নেন। এরই ধারাবাহিকতায় জন্ম হয় নাগরি লিপির।অনেকে নাগরি লিপি, সিলেটি নাগরি জালালাবাদী নাগরি , ফুল নাগরি,মুসলমানী নাগরি ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল বলে মনে করেন। তবে যে নামে পরিচিতি থাকুক না কেন নামের সাথে 'নাগরি শব্দটি সংযুক্ত ছিল। এই লিপির উৎস সম্পর্কে পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন ধারণামূলক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অনেকে বলেন সিলেটের মুসলমানরাই এই লিপির উদ্ভাবক,এটা নিছক যুক্তি কারণ এত হিন্দু লেখক নাগরিতে পাই কি করে। তুলনামূলক নিচু জাতের লোকেরা এই লিপির চর্চা করতেন এটা ভূল কারণ নিচু জাতের লোকতো লেখা পড়া জানত না।। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের মতে, বিখ্যাত ধর্মীয়-পরিব্রাজক জনাব শাহ জালাল [রহ.] ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দিতে যখন সিলেট আগমন করেন

তিনিই এই লিপি সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন।এটা ভূল অনুমান কারণ তার তিনি নিজে বা তার সফর সঙ্গী কেহ নাগরি লিপিতে রচিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। বিপুল সংখ্যক এবং সিংহভাগ সাহিত্যকর্মই সুফিবাদ অনুসরণ করে বলে অনেকে সাম্প্রদায়িক চোখে দেখতে চান। অন্যদিকে ড. আহমদ হাসান দানীর মতে, আফগান শাসনের সময়, অর্থাৎ আফগানরা যখন সিলেটে অবস্থান করতেন, ঐ সময়ই তাঁদের দ্বারা এই লিপির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। এই মতকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয় আফগান মুদ্রায় উল্লেখিত লিপি, যার সাথে সিলেটি নাগরীর কয়েকটি বর্ণের মিল রয়েছে। তাছাড়া সিলেটে আফগান অভিবাসীও সংখ্যায় অনেক ছিলেন। আরো যেসব মতামত প্রচলিত আছে সেগুলো হলো: দেবনাগরির সঙ্গে যেহেতু সিলেটবাসী পরিচিত ছিলেন, তাই দেব নাগরির আদলেই এই লিপি সিলেটিরা তৈরি করে নিয়েছিলেন;প্রতিবেশী নেপাল ইত্যাদি দেশ থেকে আগত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মাধ্যমে এই লিপি সিলেটে উদ্ভাবিত হয়; সম্ভবত সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দিতে বিহার যুক্ত প্রদেশ থেকে আগত সিপাহী বসবাসকারীদের সুবিধার জন্য সিলেটি নাগরি লিপির সৃষ্টি হয়।অনেকে মনে করেন জন সাধারণের লেখাপড়া চালু করার নিমিত্তে বাংলা লিপি থেকে এই নাগরি লিপি তৈরি করে নেন। এটা মূলত লৌকিক বিশ্বাস।তবে সব মতামত যাচাই করে বিশেষজ্ঞগণ মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন: শাহ জালালের [রহ.] সময়ে তাঁর অনুসারীদের দ্বারা, আফগান শাসনামলে আফগানদের দ্বারা কিংবা দোভাষী পুঁথির সমান্তরালে সিলেটেই নাগরি লিপি জন্ম। নাগরি লিপি সিলেট ছাড়া মূদ্রনজনিত কারণে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল কলকাতা, শিলং প্রভৃতি স্থানে। পন্ডিতদের লেখনী থেকে বাঁকুড়ায় এই লিপির ব্যাপ্তি ছিল বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে।মোট কথা সিলেট নাগরি লিপির জন্ম ।তারাই এই লিপির ধারক ও বাহক। ১৮৬০- ১৮৭০ এর সময়কালে মৌলভী আব্দুল করিমের প্রচেষ্টায় নাগরি লিপির ছাপাখানা খোলা হয়েছিল ইসলামিয়া প্রেস সিলেটে শিয়ালদহ, হামিদি প্রিন্টিং প্রেস (কলকাতা) প্রধান ।ছিলেটি নাগরির ভাণ্ডার ভরে উঠে বহু জ্ঞানগর্ভ পণ্ডিত,সাধক ও মরমিদের লেখনীতে।।নাগরির সুপ্রাচীন অমরগ্রন্থ গুলি হলো তালিব হুসেন '(১৫৪৯)-লেখক- গোলাম হুসেন ।

'রাগনামা'-(১৭২৭)-লেখক-ফাজিল নাসিম মোহাম্মদ।' নূর নাছিহাত ' (১৮১৯) * ' রাগনূর'*এবং'সাত কন্যার বাখান' -লেখক - সৈয়দশাহনূর(১৭১৩-১১৮৫৪)।' বেদ সার ' -লেখক-শাহ হুসনআলম(১৭৫০-১৮৫০)।' মুশকিল তরণ ' * ' হাশর তরণ ' * ' রাগ বাউল ' * ' কিয়ামত নামা '* ' সিতান্সী রাগ '- লেখক- সিতালং শাহ (১৮০০) ।' হারুফুল খাছলত ' (১৮৭৫) লিখেছেন - নাসিম আলী (১৮১৩ - ১৯২০) ।' হালতুন নবি ' (১৮৫৫) * ' মুহব্বত নামা ' * ' হাশর মিছিল ' * ' রদ্দে কুফর '-লিখেছেন- মুন্সি মুহাম্মদ সাদিক আলি।এছাড়াও পুথি কিতাব লিখেছেন - ' কাদিনামা' * ' সাচ্চি মাসলা ' * ' সোনাবানের পুঁথি ' বিশিষ্ট লেখক আব্দুল করিম প্রমূখ। প্রায় দেড় কোটি লোকের মাতৃভাষার বর্ণ নাগরি।বর্তমানে এই লিপিটি পাঠ্যপুস্তকে না থাকায় বিলুপ্তির পথে ।আমি দুই হাজার পনরো সালের সাতই মে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্তি করে সকল দেশে নাগরির স্বীকৃতির দাবি প্রথম তুলি ।এর পর নাগরি বিপ্লবের সূচনা হয়।দুই হাজার পনরো সালকে নাগরির স্বর্ণ যুগের সূচনা বলা যায়।অনেকে নাগরিতে নাম লেখছে ।নাগরি বর্নে ছিলটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদ নামে বিভিন্ন দেশে শতাধিক কমিটি গঠিত হয়েছে ।বিভিন্ন স্কুলে নাগরি শিক্ষকের মাধ্যমে নাগরি লেখা প্রতিযোগিতা হচ্ছে।নাগরি হরফ দিয়ে দেওয়াল লেখা সহ অনেক কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।নিজের মায়ের ভাষাকে ফিরিয়ে আনতে আমার আহবানে অনেক নাগরি সৈনিক কাজ করছেন।বিশেষ করে সিলেট থেকে শহীদুল ইসলাম আ রউফ ভারত থেকে জয়নুল ইসলাম বড়ভূইয়্যা ও কমর উদ্দিন সহ আর অনেকে।

(নাগরি সৈনিক নিয়ে আমার একটি কবিতা)

নাগরি সৈনিক

যেরা লইয়া গেল শ শ নাগরি পুসটার মাইনসর দুয়ারে দুয়ারে
যেরা হিকাইল শ শ হুরুরতারে নাগরি হরফ আদরে
যেরা নামল রাস্তায় রাস্তায় গন সাক্ষর মানববন্ধন আর ওয়াল লেখাতে
যেরা টাকা কড়ি খরচ করে নাড়ীর টানে
যেরা সারকলিপি আর কমিটি গঠনে হারাদিন কাঠে।
এরানি নাগরি প্রেমিক এরানি গবেষক
না না এরা নাগরি সৈনিক।

জয় সিলেট জয় নাগরি।

তথ্যসূত্র

১,রাজনগরের ইতিবৃত্ত ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক পৃ১২০
২,মৌলবীবাজার জেলার ইতিহাস, ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক পৃ২০৮
৩,সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত ,ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৬,উইকিপিডিয়া

ছিলেটি মাতৃভাষা ছিলেটি ভাষা

ইস্কুল হিকি আমরা মাতৃভাষা বাংলা আর ঘর মাইর গেছে মাত হিকি ছিলেটি ভাষায়। আমরার মাতৃভাষা বাংলা ইতা মিছা মাত।ইতা পড়িয়া আমরার মগজ ধোলাই হই গেছে।এর লাগি ছিলেটি হকলে কইন মাতৃভাষা বাংলা।সত্য হইল ছিলেটি ভাষা স্বতন্ত্র ভাষা এই সত্য আমরা আন্দোলনে মাধ্যমে প্রতিষ্টিত করতে হবে। ছিলেটি ভাষার নাগরি কেন বই পুস্তকে নাই ? পাঠ্য বই ভারত ও বাংলাদেশে বাংলা ভাষা আছে ছিলেটি ভাষা নাই।এমন নাই যে একটা শব্দ পর্যন্ত নাই নাগরি অক্ষর আর ছিলটি ভাষার ।যেখানে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল আছেন সেখানে নাগরি সাহিত্যিক সাদেক আলী ও শীতালং শাহ নাই কেন ? কেন বিমাতাসূলভ আচরন। বাংলাদেশে দু হাজার সতরো সালে সরকারী ভাবে পাঁচটি ভাষাতে
চাকমা, মারমা, গারো, ত্রিপুরা এবং সাদরিদের
তাদের মাতৃভাষাতে বই দেওয়া হয়েছে।আন্দোলন ছাড়া কোন দাবী আদায় হয় না।আউকা আমরা রক্ত দিয়ে নাগরি সৈনিকরা আন্দোলনের মাধ্যমে ভারত ও বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তকে আমাদের মাতৃভাষা ছিলেটি ভাষার স্বীকৃতি আদায় করি।

ফ্রান্সের ভাষা যাদুঘরে তালিকায় ছিলটি ভাষার কথা লেখা আছে।

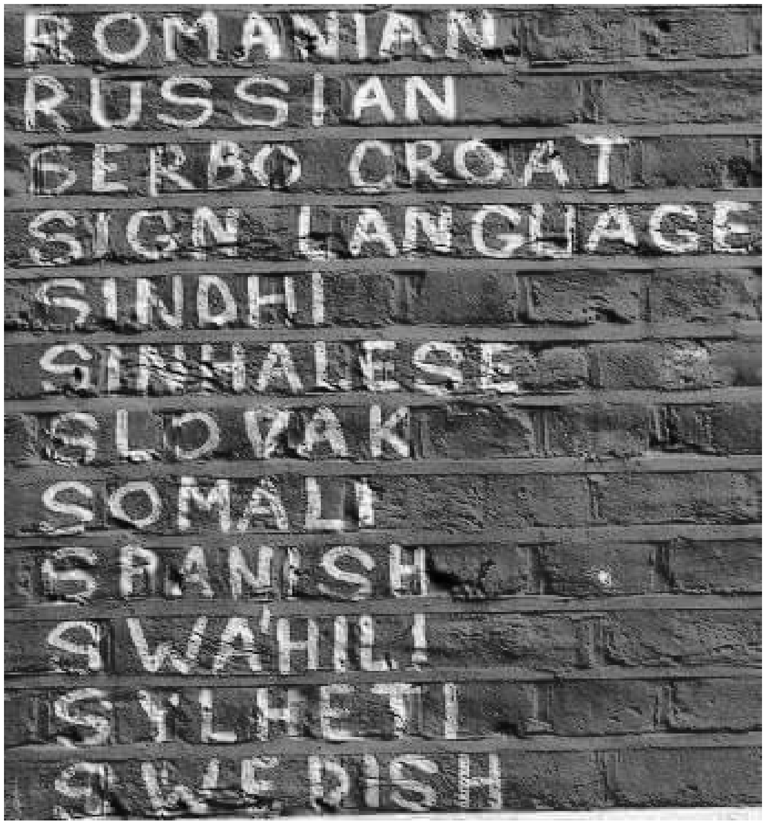

দলিলে নাগরিতে দস্তগত

ছিলেটি ভাষা এত সমৃদ্ধশালী ছিল যে শত শত লোক দলিলে নাগরিতে দস্তগত দিতেন ।আসাম থেকে সংগ্রহীত 1943 সালে গুমড়ার একটি দলিলের নমুনা দেওয়া হইল।

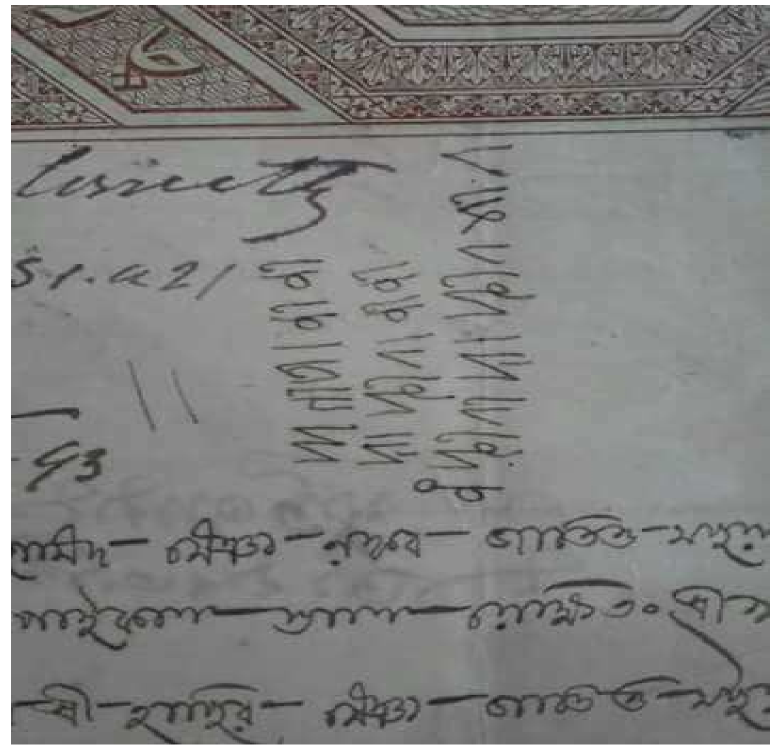

শিলালিপি আবিষ্কৃত

ভারতের আসাম রাজ্যের পাশে মিজোরামে নাগরিতে লিখিত শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।কয়েকটা নাগরি অক্ষর খোদাই করা রয়েছে।

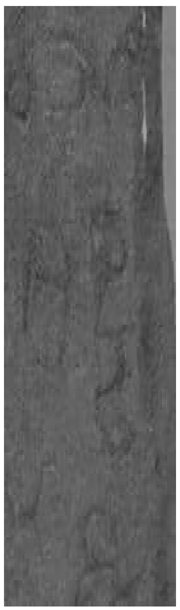

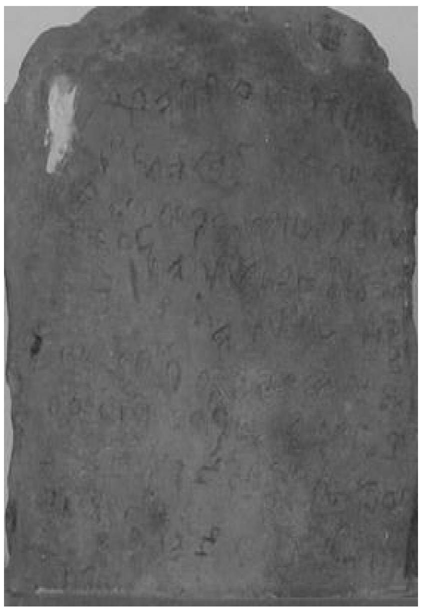

একনজরে মণিপুরে নাগরি বিপ্লব———

১ পহলা মণিপুর প্রচার কমিটি ৩১-৫- ২০১৭
2 পহলা নাগরিতে নাম হিকছইন ও পহলা সৈনিক জয়নুল ইসলাম
৩ পহলা গাওত নাগরি প্রচার কমিটি লালপানি গাওত ২৭-৭-২০১৭
৪ পহলা নাগরি শিক্ষক ও শ্রেষ্ট শিক্ষক ২০১৭ জয়নুল ইসলাম
৫ পহলা মাদ্রাসায় নাগরি হিকা প্রতিযোগিতা আহমদাবাদ মাদ্রাসা ১৬ -৭-২০১৭
৬ পহলা গাউত নাগরি হিকা প্রতিযোগিতা সোনাপুর গাও ১০-৭ - ২০১৭
৭ পহলা নাগরি শ্রেষ্ঠ সৈনিক কমর উদ্দিন ২০১৭
৮ পহলা মক্তবে নাগরি হিকা প্রতিযোগিতা লাল পানি সাবিহ মক্তব ১০ -৭ - ২০১৭
৯ পহলা নাগরি খবরর কাগজ ছিলটি খবর প্রকাশ ৬ - ৮ - ২০১৭
১0 পহলা নাগরি হরফে দেওয়াল লেখা লাল পানি বাজার 2৮-৭ -২০১৭
১১ নাগরি শিক্ষকগন জয়নুল ইসলাম কমরউদ্দিন সাইদূল্লাহ মমিন হেলিম লস্কর নজরুল ইসলাম আ কাদির
১২ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিকট স্মারক লিপি প্রেরণ 28- 8-2017
১৩ ,পহলা দোকান নাগরিতে সাইনবোর্ড ময়না মিয়া ।দোকানের নাম ময়না গ্রোসারী 30-08-2017 দুই নম্বর সাইনবোর্ড 30-08-2017 আ কাদির লাইব্রেরীর নাম আমানত বুক সেন্টার।

ছিলটি জাতির জনসংখ্যা (আনুমানিক)———

ছিলট ১১৩০০৯০১
ত্রিপুরা ১৬৭৩৯৫
মণিপুর ৩৭ ৮৯০
নাগাল্যান্ড ৭৩৯৬৫
আসাম ১০৩৫০২৮১ মিজোরাম ৮৯৪৩১
অরুণাচল প্রদেশ ৮৯৪৬১
সিকিম ৩২১০
আমেরিকা ১৫ ৬ ৭ ৮
কানাডা ৮৯ ১ ০
বৃটেন ৫৭ ৮৯০০
তাহাছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বহুত ছিলটিরা বসবাস করইন।

তথ্য সুত্র —
১ রাজনগরের ইতিবৃত্ত ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
২ মৌলবীবাজার জেলার ইতিহাস ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৩ সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৪ বাংলার ইতিবৃত্ত ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৫ হিস্ট্রী অব বাংলাদেশ ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক
৬ সাইদুল্লাহ মুমিন মণিপুর

ছিলটি ভাষার নাগরিকে ফিরিয়া আনতে ছিলেট জাতির করণীয়

এক ......
নাগরিতে নাম লেখানি :নাগরিতে নাম লেখাইলে নিরক্ষতা দূর হইল আর আজীবন তার দিলে নাগরি জিন্দা থাকবে ।নাম যে লিখেছে সে জীবনে নাগরি শব্দ ভূলবে না

দুই ......
কমিটি গঠন : অনেকে কইন পরিষদের কমিটি করে কি ফায়দা।যখন এম এ পাশ ছিলেটের একটা ছেলে বলে নাগরি নাম জীবনে শুনি নাই এটা কি স্যার।তখন আমি অবাক হয়ে যাই আমরা ছিলেটিরা কত বেকুপ।তাই একটি কমিটি দশ জন সদস্য নিয়ে করলে এরা এক এক জন দশ জন করে বন্ধুদের বললে প্রায় একশ জন লোক একটি কমিটির মাধ্যমে নাগরি নামটি অন্তত জানতে পারবে।
আন্দোলনের জন্য কমিটি ভুমিকা রাখবে।তাছাড়া ভাষার জন্য সংগঠক তৈরী নাগরিতে নাম লেখা পোষ্টার বিতরন তো আছে ।

তিন ......
নাগরি হিকা প্রতিযোগিতা : আইজ হুবোরতা
 যেরাবে আমরা নাগরি হিকারাম তারা বড় হইয়া একদিন অধ্যক্ষ এম পি মন্ত্রী হইব তারা নাগরির স্বীকৃতি আদায় করবে ।আমরা কালি বিচ লাগাতাম অইব।

চাইর ......
নাগরি হরফে দেওয়াল লেখা ও সাইনবোর্ড লেখাইতে হইব।

পাঁচ......
 নাগরিতে খবরের কাগজ বার করা হকল জেলা শহর থেকে।

ছয় ......
স্মারক লিপি ও মানব বন্ধন গণসাক্ষর আয়োজন করা।
পাঠ্যপুস্তকে নাগরি যোগ করার লাগি ভারত ও বাংলাদেশ সরকারকে চাপ দেওয়া।
আমাদের মাতৃভাষা ছিলটি তাহা বাচ্ছাদের হিকাইয়া তুলি।
থানায় থানায় নাগরি সাহিত্য পরিষদ ও নাগরি একাডেমী গঠন করুন। হকল কলেজে আরবী বিভাগ সংস্কৃত বিভাগের পাশাপাশি নাগরি বিভাগের দাবী তোলা। বাসা বাড়ী ও সড়কের নাম নাগরিতে লেখতে হবে।
ছিলটি হোররতাতে নাগরি হিকাইয়া তোলেন ।এরা একদিন ডি সি মন্ত্রী মত কর্ণধার হয়ে নাগরির স্বীকৃতি আদায় করবে ।যদিও আমি মুমিনুল হক থাকব না।

নাগরি আন্দোলনের স্লোগান

এক ......
 জয় নাগরি জয় নাগরি
দুই.......
 জয় ছিলেট জয় নাগরি
তিন ......
হকল ছিলটি এক হও নাগরির দাবি ছিনাই লও।
চার......
 দুনিয়ার ছিলটি এক হও।
পাঁচ ......
মার ভাষা ছিলটি মাতৃভাষা ছিলটি
ছয়......
 বই পুস্তকে নাগরি যোগ করতে হবে করতে হবে।
সাত......
আমরার এক দাবি নাগরির স্বীকৃতি।
 আট ......
 হকল ছিলটি ভাই ভাই নাগরির স্বীকৃতি চাই।
নয়......
ছিলটি জাতি এক হও এক হও।

বিপ্লবের মেয়াদ

ভারতে বলা হয় নাগরি বিপ্লব আর বাংলাদেশে বলি নাগরি আন্দোলন । বাংলাদেশের ছিলেটে দু হাজার পনরো সালের শেষ সাত মাসে নাগরি আন্দোলন সংগঠিত হওয়ার পর সাত মাসের তথ্য দিয়ে ছিলটি ভাষার নাগরি আন্দোলন বই প্রকাশিত হয়।ভারতের মণিপুরে দু হাজার সতরো সালের
জুলাই এই মাসের মধ্যে সাতটি নাগরি হিকা প্রতিযোগিতা আর তিন কমিটি গঠিত ও একটা নাগরি হরফের দেওয়াল লেখা হইছে আর একটি নাগরিতে
ছিলটি খবর পেপার বারইছে।
আগষ্টে দুই কমিটি তিনটি প্রতিযোগিতা আর দুই দোকান সাইন বোর্ড আর একটা নাগরি হরফে দেওয়াল লেখা হইছে ও স্মারকলিপি দেওয়া হইল। এই মাসের কামের তথ্য দিয়ে সেপ্টেম্বর পহলা সপ্তাহে মণিপুরে নাগরি বিপ্লব বই প্রকাশ হয়।আটটি দেওয়াল লেখা ও সাইত্রিশটি নাগরি হিকা প্রতিযোগিতা ও এক শ টির মত কমিটি গঠন সহ হকল কামের তথ্য দিয়ে নাগরির সংগ্রামে ছিলেট জাতি বই ডিসেম্বরে প্রকাশিত হল।

ছিলটি ব্যাকরণ

2004 সালে পহলা ছিলটি ব্যাকরণ লেখইন স্টীভেন। প্রকাশক এ এম সি পাবলিসার্স ঢাকা বাংলাদেশ। 2011 সালে আসাম থেকে মজুমদার ছিলটি ভাষার উপর ব্যাকরণ লেখইন।

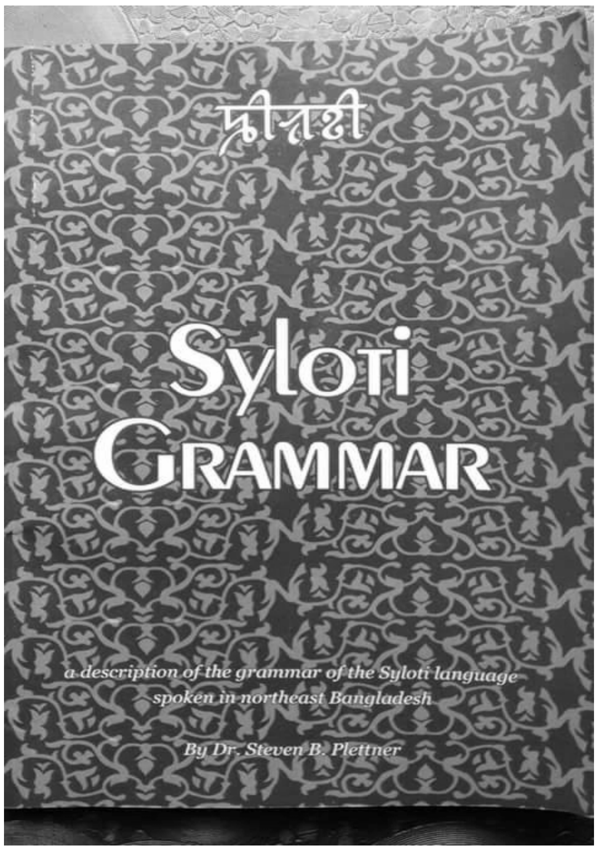

ছিলেটি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান

যারা মার ভাষার স্বীকৃতির দাবীতে নাগরি হিকা প্রতিযোগিতা মানব বন্ধন স্মারকলিপি লিফলেট বিতরণ দেওয়াল লেখাসহ হকল কাম নিজর পকেটের টেকা খরচ করে বিনা স্বার্থে করল তারাই মাতৃপ্রেমিক ও আসল নাগরি সৈনিক। তারাই ছিলেট জাতির শ্রেষ্ট সন্তান।যারা আমার আহবানে নাগরি আন্দোলনে ও বিপ্লবে শরীক হল তাদের প্রতি আমার অগাধ ভালবাসা ।তারা রক্ত দিয়ে নাগরিকে প্রতিষ্টিত করবে।আমরা ছিলটি বাঙালী হয়ে গেছি।তাই বিপ্লব চাঙ্গা হচ্ছে না। তবে নাগরি বিপ্লবে অনেকে আবার আপন মায়ের চাদরের নিচে চলে আসতেছে।যদি আন্দোলন থেমে যায় কোনদিন তবে পঞ্চাশ বা এক শ বছর পর আবার আমাদের প্রজন্মরা এই বই পড়ে উজ্জিবিত হয়ে বিপ্লব আবার শুরু করবে এটা আমার বিশ্বাস।

ছিলেটি ভাষার নাগরি
সৈনিক গণ ছিলেটি
জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান।
ইতিহাসবিদমুমিনুল হক

ছিলটি ভাষায় নয়া শব্দের ব্যবহার

বহুত শব্দ ছিলেটি ভাষায় ব্যবহার আগে হইছে না যেমন নাগরি সৈনিক নাগরি শিক্ষক আর অনেক শব্দ আছে।এ গুলা আমি পয়লা ব্যবহার করি। নাগরি সৈনিক
মিছবাউর রহমান একটি হুরু লেখা নীচে দিলাম।
ছিলটি একটি জাতির নাম -ছিলেটিদের মাতৃভাষা ছিলটি ভাষা ।ছিলেটি একটি স্বতন্ত্র ভাষা নাগরি সৈনিক নাগরি শিক্ষক এই শব্দ ও বাক্য গুলা পৃথিবীর কোথায় কেহ ব্যবহার করেন নাই আর ছাপা হয় নাই।কেবল ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক লিখিত ভাবে বলেছেন। নীচে এর বিবরণ -----

ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক পয়লা দু হাজার পনরো সালে ছিলটি ভাষার স্বীকৃতির দাবী তুলি নাগরি হরফের পোস্টার ও পরিষদ গঠন করেন। দু হাজার পনরো সালে নাগরি আন্দোলন বই এ নাগরি সৈনিক ও নাগরি শিক্ষক শব্দ আমি পয়লা ব্যবহার ও মুদ্রিত করেন। পয়লা ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক দু হাজার ষোল সালে মুলই বাজার সরকারী কলেজের সাইনবোর্ডে ও সম্পাদনায় ছিলটি নাগরির কবিতা গ্রন্থের তিন পাতায় ও মণিপুরে নাগরি বিপ্লব গ্রন্থের তিন নম্বর পাতায় ছিলটিদের মাতৃভাষা ছিলটি ভাষা ব্যবহার ও মুদ্রিত করেন। ।পরবর্তিতে ছিলটি সংবাদ পত্র ছিলটি খবর ও নাগরি হরফের ব্যানার ও পোস্টারে নাগরি হরফের দেওয়ালে মাতৃভাষা ব্যবহার করেন। দু হাজার সতরো সালে প্রকাশিত মণিপুরে নাগরি বিপ্লব বই এর চল্লিশ নং পৃষ্টায় ছিলেটি একটি আলাদা জাতি ও বিয়াল্লিশ পৃষ্টায় ছিলটি ভাষা স্বতন্ত্র ভাষার ব্যাখা করেন।দু হাজার সতরো সালে প্রকাশিত জয়নুল ইসলামের লিখিত ঘুম ভাঙ্গানির কবিতার পাঁচ নং পৃষ্টার ভূমিকায় আর কমর উদ্দিনের লিখিত কবিতা বই এর পাঁচ নং পাতার ভূমিকায় পয়লা ছিলট জাতি ও ছিলটি ভাষা মাতৃভাষা আর ছিলটি ভাষা স্বতন্ত্র ভাষা ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ব্যবহার করেন।তিনি ছাড়া এর পূর্বে কেহ কোন গ্রন্থে ব্যবহার করেননি।

করিমগঞ্জের বদরপুরের আল ইসলাহ ন্যাশনাল একাডেমীতে পরিষদের নাগরি পোষ্টার ।পরিষদ থেকে পঞ্চাশটি ইস্কুলে টাঙ্গানো হয়।

প্রথম নাগরি ফন্ট ওপ্রথম মানব বন্ধন

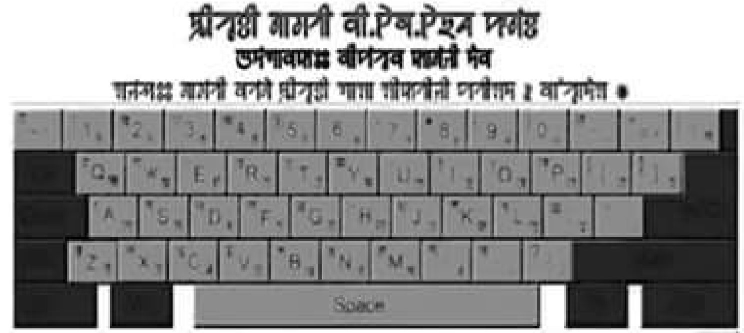

প্রায় এক কোটি সিলেটবাসীর জন্য নাগরি ফন্ট প্রথম উন্মুক্ত করেন বিপ্লব কান্তি দেব। তাকে সহযোগিতা করেন মো. হেলাল মিয়া। নাগরি একাডেমি থেকে বিপ্লব কান্তি দেবকে সম্মানি হিসেবে নগদ ১০ হাজার টাকা এবং নাগরি একাডেমি থেকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়

নাগরির স্বীকৃতির দাবীতে প্রথম মানববন্ধন মৌলভীবাজার সরকারী কলেজে ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক সহ অন্যান্যরা

'মণিপুর নাগরি একাডেমি

দু হাজার সতরো সালের সতরো সেপ্টেম্বর রবিবার তিনটায় লালপানি সবাহি মক্তবে মোঃ লায়েক উদ্দিন ওর সভাপতিত্বে 'মণিপুর নাগরি একাডেমি ' নামে একটা সংঘটন করা হয়.।

এতে উপস্থিত আছ্লা হুসেন আহমেদ
মোঃ সাইদুল্লাহ মুমিন
মোঃ ইনদাদুল রহমান মোঃ ইব্রাহিম খান
মোঃ সাহারুল আহমদ
মোঃ সোয়াইব আকতার মোঃ লায়েক উদ্দিন
মোঃ কমর উদ্দিন
মোঃ জইনুল ইসলাম

নয়া নির্বাচিত কমিটি
মোঃ সাইদুল্লাহ মুমিন- সভাপতি মোঃ ইনদাদুল রহমান - সহ সভাপতি
মোঃ ইব্রাহিম খান - সম্পাদক
মোঃ সাহারুল আহমদ - সহ সম্পাদক
মোঃ সয়েব আকতার - সদস্য
মোঃ লায়েক উদ্দিন - সদস্যমোঃ হুসেন আহমেদ প্রমুখ।

নাগরি এওয়ার্ড ঘোষনা

মণিপুর নাগরি একাডেমী থেকে দু হাজার সতরো সালের   সেরা ছিলেটি ভাষার কবি হিসেবে জয়নুল ইসলাম ও কমর উদ্দিনকে এবং নাগরি পুথি পাঠক হিসেবে বাবুই আলী ও মদরিস আলীকে নাগরি একাডেমী এওয়ার্ডে ভূষিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।অচিরে অনুষ্টানের মাধ্যমে এওয়ার্ড তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

মণিপুর নাগরি সাহিত্য পরিষদ গঠন

এগার সেপ্টেম্বর দু হাজার সতরো সালে মণিপুর নাগরি সাহিত্য পরিষদ গঠিত হয়।উপদেষ্টা কমর উদ্দিন ও
জয়নুল ইসলাম
সভাপতি হাবিব আলী
সেক্রেটারী নজরুল ইসলাম

মাকরম আলী
আলিম উদ্দিন
ময়না মিয়া
হোসেন আহমদ প্রমুখ।

প্রকাশনা

নাগরি সাহিত্য পরিষদ থেকে জয়নুল ইসলামের লিখিত নাগরি বিপ্লব নিয়ে কবিতা গ্রন্থ ঘুম ভাঙ্গানির কবিতা ও কমর উদ্দিনের ছিলেটি বাংলা কবিতা আমার মণিপুর এই দুটি কাব্য গ্রন্থ দু হাজার সতরো সালে প্রকাশিত হয়।

এক নজরে ছিলটি নাগরি

হাফেজ রিয়াজ আহমদ

১, নাগরি অক্ষর বত্রিশ টি ।পাঁচটি স্বরবর্ণ সাতাইশটি ব্যঞ্জন বর্ণ

2,নাগরির প্রচলন হয় আনুমানিক ছয় শ পূর্বে।উৎপত্তি বাংলাদেশের ছিলেটে ,

৩ ,সাত মে দু হাজার পনরো সালে ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক পহলা বই পুস্তকে নাগরি যোগ করার দাবি তোলেন।

৪,ছিলটি ভাষার নাগরি নিয়ে তিনজন ছিলটি পি এইচ ডি করছইন।

৫ ,ছিলটি নাগরিতে পহলা কবিতা গ্রন্থ নাগরির কবিতা ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক হক সম্পাদনা করইন।

৬ ছিলটি ভাষার নাগরি সাহিত্যে জনপ্রিয় বই হালতুন্নবী লেখক মুনসী ছাদেক আলী।

৭ , দু হাজার পনরো সালে ইতিহাসবিদ মুমিনুল হকের সম্পাদনায় পহলা নাগরি খবরর কাগজ ছিলটি খবর প্রকাশিত হয়।

৮, নাগরি সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক মুনসী ছাদেক আলী ও শীতালং শাহ

৯,ছিলটিদেরমাতৃভাষা ছিলটি ভাষা আর ছিলটি একটি জাতি তা ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক পহলা বই পুস্তকে লিখেন।

১০ ,দু হাজার পাঁচ সালে ছিলটি ভাষার নাগরি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হিসেবে ইউনিকোর্ড লাভ করে জেমস উইলিয়ামের সহযোগিতায়।

১১ ,নাগরিকে বিলুপ্তির হাত থাকি রক্ষার লাগি ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক নাগরি বিপ্লব হকল জাগায় শুরু করেন।

১২ ,ছিলটি ভাষায় পহলা ব্যাকরণ লিখেন স্টিভেন দু হাজার চার সালে ।

১৩ ,নাগরি শিক্ষক নাগরি সৈনিক নাগরি আন্দোলন ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক পহলা ব্যবহার করেন ছিলটি ভাষাকে প্রতিষ্টিত করতে এগিয়ে আসেন।

১৪ ,সারা দুনিয়া দেড় কোটির মত মানুষ ছিলটি ভাষা মানুষ কথা বলে।

১৫ ,নাগরি আন্দোলন বা বিপ্লবের প্রবর্তক ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক।

১৬ ,পহলা নাগরি ফন্ট উদ্ভাবন করইন জলিল চৌধুরী

১৭, ছিলটি ভাষার নাগরি আন্দোলন ও মণিপুরে নাগরি বিপ্লব নামে পহলা বই ছিলটি বই ও বিনা মূল্যে হরফের পোস্টার ও হরফের বই ও নাগরি পেপার প্রকাশ করতে নিজ পকেট থেকে ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক পাঁচ লাখ টাকা খরচ করেন।

১৮ ,আটারো শ ষাট সালে ছিলেটের আ করিম পহলা ছিলেট শহরে নাগরি ছাপাখানা প্রতিষ্টা করইন।

১৯ ,নাগরির লাগি কমিটি গঠন নাগরি হরফে দেওয়াল লেখা - হরফের সাইনবোর্ড - ব্যানার ও নাগরি হিকা প্রতিযোগিতা করা ও নাগরিতে নাম দস্তগত হিকানোর চারটি ধারনা প্রয়োগ করে ইতিহাসবিদ মুমিনুল পহলা সফল নাগরি বিপ্লব সূচনা করেন।ছিলেটি একটি আলাদা জাতি পয়লা দাবি করেন।

নাগরি হরফ ও শব্দ

আলীম চৌধুরী

ড ডাব		ড ডাব
চ চুদ্দী	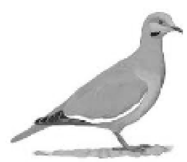	ঢ ঢুফি
স সাল্ল		ত তাল
স্ম স্মুস	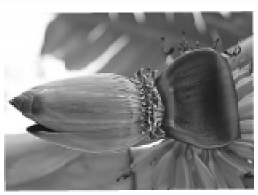	থ থুর
দ্‌ দ্‌হ		দ দই

প্দ প্দান		ধ ধান
ন নার়	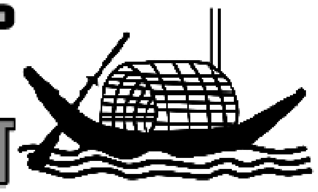	ন নাও
দ দানজাবী		প পাঞ্জাবি
দ্ধ দ্ধাগা		ফ ফাগা
ব বাল্লীস		ব বালিশ

উগার খালি

আমরা নাগরি বিপ্লব আরম্ভ করি দেখলাম
উগার খালি
নাই নাগরি খবরর কাগজ
নাই নাগরি শিক্ষক
নাই নাগরি হরফের বই আর পোষ্টার
নাই নাগরি দোকানের সাইনবোর্ড
নাই নাগরি প্রতিযোগিতা
নাই নাগরিতে দেওয়াল লেখা
নাই নাগরি একাডেমী
নাই নাগরি সাহিত্য পরিষদ
এখন উগার খালি নায় আল্লাহ দিলে হকলতা আছে।।

2য় খন্ড

নাম দস্তগত

নিচে যারা নাম লেখা হিকছইন।

নাগরি আন্দোলনের লগে ছিলটি ভাষার নিরক্ষর হকলরে নাম দস্তগত হিকানির কর্মসূচি নেই।

নাম দস্তগত কে কত জনরে হিকাইছন তার হিসাব নীচে

নামদস্তগত

ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক 152

জয়নুল ইসলাম 27

হবিবুল ইসলাম 12

মুহাম্মদ রুবেল 2

নঈম উদ্দিন লস্কর 15

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি

পরিষদের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা হিসেবে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয় শাখা গঠিত হয়। পরবর্তীতে শাহাজালাল বিশ্ববিদ্যালয় ও সিলেট লিডিং ইউনিভাসিটি শাখা গঠিত হয়। প্রথম শাখা হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রকাশিত সংবাদের বিবরণ: অবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর কলাভবন আঙিনায় গঠিত হলো বহুল কাঙ্ক্ষিত ছিলটি নাগরি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি। আজ ২২ মে ২০১৫ বিকাল ৪.৩০ ঘটিকায় অপরাজেয় বাংলার সামনে মো: আবুল খায়ের এর সভাপতিত্বে ও আতাউর রহমানের সহ-সভাপতিত্বে বাংলাদেশের এক ঝাঁক মেধাবী মুখ নিয়ে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি গঠিত হয়েছে। সবার অবিশ্বাস্য উৎসাহ আর উদ্দিপনায় সেখানে একটি আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। সবার সম্মিলিত মতামতে ইতিহাসের অংশ হয়ে এক ঝাঁক মেধাবীদের সমন্বয়ে সফল ভাবেই কমিটি গঠিত হয়েছে। এ কমিটিতে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের নাম ও পদবি নিচে দেওয়া হলো। উপদেষ্টাবৃন্দ সাস্পা স্বাধীন, মো: ফকরুল ইসলাম প্রেসিডেন্ট- মো. আবুল খায়ের, ভাইস প্রেসিডেন্ট- আতাউর রহমান অপূর্ব, ভাইস প্রেসিডেন্ট-,মোমিতা বৈদ্য মিতু, ভাইস প্রেসিডেন্ট- স্বপন নাইডু সে□টারি- প্রশান্ত নাইডু অজয় যুগ্ম সে□টারি- পুলক কুমার দেব (ঢাবি অংশ) যুগ্ম সে□টারি- আব্দুল কাইয়ুম সায়েম- (বুয়েট) মহিলা সে□টারি- পরমা সোম অর্গানাইজিং প্রেস সে□টারি- মো. তোফায়েল আহমেদ, এসিস্ট্যান্ট অরর্গানাইজিং প্রেস সে□টারি- মো. ইয়াকুব আলী, সাংস্কৃতিক সে□টারি- সুমন চন্দ্র চন্দ, সমন্বয় কারী সিলেট জেলা- সুমন চন্দ্র চন্দ,,মৌলভীবাজার- জনি দেব, হবিগঞ্জ- আতাউর রহমান, সুনামগঞ্জ- সবাই পরীক্ষা ও শত ব্যস্ততার মাঝেও উপস্থিত হওয়ায় সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এর উদ্যোক্তা সবার প্রিয় ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক সাহেবের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের কমিটি গঠনের ছবি

মৌলভীবাজার জেলা কমিটি

পরিষদের প্রথম জেলা শাখা হিসেবে মৌলভীবাজার জেলা শাখা গঠিত হয়। পরবর্তীতে সিলেট, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জে জেলা শাখা গঠিত হয়। প্রথম জেলা শাখা হিসেবে মৌলভীবাজার জেলা শাখা গঠনের প্রকাশিত সংবাদের বিবরণ:

নাগরি বর্ণে 'ছিলটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদ' মৌলভীবাজার জেলা শাখা গঠন করা হয়েছে ২৫ মে ২০১৫ তারিখ বিকাল বেলায়। মো. আনোয়ার আলী সভাপতি ও সাংবাদিক মশাহিদ আহমদকে সাধারণ সম্পাদক করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্যরা হলেন- সহ-সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ এইচ খাঁন, মো..মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মন্জুর আলম, প্রেস সম্পাদক সৈয়দ আহমেদ জাবের, সহপ্রেস সম্পাদক- দেওয়ান মফিজুল ইসলাম, দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক আয়শা তাছলিমা রুজি, সহ-মহিলা সম্পাদক সায়েরা সাবেতি, কালচারাল সম্পাদক- মিনারা আজমি, মৌলভীবাজার সদর সমম্বয়কারী- হাসান আহমদ, রাজনগর সমম্বয়কারী লুৎফুল ইকবাল লিটু, কমলগঞ্জ সমম্বয়কারী তারেক হাসান চৌধুরী, কুলাউড়া সমম্বয়কারী মো. মতিউর রহমান, মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ শাখার সমন্নয়কারী আবুল কালাম আজাদ। উপদেষ্টাদের মধ্যে হিউম্যান রাইটস রিভিউ সোসাইটি মৌলভীবাজার জেলা শাখার সভাপতি ছালেহ আহমদ সেলিম, সম্পাদক সাংবাদিক শ. ই. সরকার জবলু, নাট্যকার আনোয়ার হোসেন দুলাল ও দুরুদ আহমদকে উপদেষ্টা করে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন- ফেরদৌস কুরেশী, কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ছালেহ আহমদ (স'লিপক), মৌলভীবাজার জেলা সমম্বয়কারী মো. শহিদুল ইসলাম, কালচারাল সে□টারি বিপ্র দাশ (বিশু বি□ম) প্রমুখ। নব গঠিত এ কমিটিকে স্বাগত ও অভিনদন জানিয়েছেন ছিলটি ভাষা ও নাগরি লিপি স্বীকৃতি পরিষদ প্রতিষ্ঠাতা ড. মুমিনুল হক ।

মৌলভীবজার জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ।

নাগরির সংগ্রামে ছিলেটি জাতি গ্রন্থের

রাজনগর পোর্টিয়াস মডেল হাইস্কুল

পরিষদের প্রথম হাই স্কুল শাখা হিসেবে রাজনগর পোর্টিয়াস মডেল হাই স্কুল শাখা গঠন করা হয়। নিম্নে উক্ত শাখার প্রকাশিত সংবাদের বিবরণ তুলে ধরা হল: “নাগরিবর্ণে ছিলটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদ” রাজনগর উপজেলার রাজনগর পোর্টিয়াস মডেল হাই স্কুলের স্কুল কমিটি গঠন: ১১ অক্টোবর ২০১৫ ইং, রোজ রবিবার বিকাল ২:০০ টায় “নাগরিবর্ণে ছিলটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদ” এর কমিটি গঠন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। নাগরি শিক্ষক ও রাজনগর উপজেলার সহকারী সমন্বয়ক প্রেস রোভার শেখ মো. তারেকুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে ও অনিক মলিক এর পরিচালনায়। সিলেটি ভাষা ও নাগরি লিপির ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়! এবং নাগরি ভাষার ইতিহাস, ঐতিহ্য সংরক্ষণ, লালন ও স্বীকৃতি অর্জনে কাজ করার লক্ষে কমিটি গঠন করা হয়। সভায় সর্ব সম্মতি মে সভাপতি- প্রতীক নন্দী দীপ, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অর্জুন নন্দী, প্রচার সম্পাদক ও স্কুল প্রতিনিধি অনিক মলিক, ভাষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক জয়ন্ত মলিক এবং স্কুল সমন্বয়ক হলেন খন্দকার মোফাজ্জল, সদস্য হলেন- ঝলক, সুরুপ, রাজিন্ড, হাসান, রাসেল, সঞ্জয়সহ ১৩ সদস্য বিশিষ্ট রাজনগর স্কুল কমিটি গঠন করা হয়। তাৎক্ষণিক ফোন বার্তায় নব গঠিত কমিটিকে অভিন্দন জানিয়েছেন পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ইতিহাসবিদ ড. মুমিনুল হক।

রাজনগর পোর্টিয়াস উচ্চ বিদ্যালয় কমিটির সদস্যঅখল।

পরিষদের বিভিন্ন শাখার সংক্ষিপ্ত তথ্য

কেন্দ্রীয় কমিটির পরিবর্তে কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির সদস্যরা হলেন ইতিহাসবিদ ড. মুমিনুল হক, মিজানুর রহমান খান, শহীদুল ইসলাম, তারেক হাসান চৌধুরী। নাগরি বর্ণে ছিলটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদ স্থাপিত ৭ই মে ২০১৫ প্রতিষ্ঠাতা ড. মুমিনুল হক অন্যান্য সক্রিয় ড. কুতুব উদ্দিন চৌধুরী, নজরুল ইসলাম, আব্দুল হক চৌধুরী, লুৎফুল ইকরাম লিটু, মারুফ আহমদ রনি, তৌকির আহমদ শাওন। ১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা: ২২ মে; সাসপা করিম (সমন্বয়ক), অনুপম দত্ত (উপদেষ্টা), ফখরুল ইসলাম (উপদেষ্টা), মো. শিপন মিয়া (উপদেষ্টা), প্রশান্ত নাইডু অজয় (সাধারণ সম্পাদক); পুলক দেব (যুগ্ম সম্পাদক) ২. মৌলবীবাজার জেলা শাখা: ২৫ মে; মো আনোয়ার আলী (সভাপতি), মশাহিদ আহমদ (সাধারণ সম্পাদক), জহির উদ্দিন (সদস্য) ৩. সিলেট জেলা শাখা: ৩০ মে; তারেক হাসান চৌধুরী (সাংগঠনিক সম্পাদক), আব্দুল্লাহ আল ফারুক (প্রচার সম্পাদক); ৪. হবিগঞ্জ জেলা শাখা: ২ জুন; এডভোকেট এস এম ইলিয়াস মিয়া (সভাপতি), এম শহীদুজ্জামান চৌধুরী (সাধারণ সম্পাদক), ৫. মৌলবীবাজার সদর উপজেলা শাখা: ৫ জুন; মো তুহিন (সভাপতি), রায়হান আহমদ (সাধারণ সম্পাদক); ৬. কমলগঞ্জ উপজেলা শাখা: ৬ জুন; লুৎফুর রহমান জাকারিয়া (আহবায়ক), হোসেন জুবায়ের (যুগ্ম আহবায়ক), আ. হাদি জুমন (সদস্য সচিব), মুজিবুর রহমান শ্যামল; ৭. বালাগঞ্জ উপজেলা শাখা: ১৬ জুন; কবির আহমদ (সভাপতি), এম সোলেমান বেগ (সাধারণ সম্পাদক), আর এ কাওছার (সহসম্পাদক); ৮. সিলেট মহানগর শাখা: ১৭ জুন; বাহারুল হুদা (সভাপতি), অনুতোষ মোদক (সহসভাপতি), মিজানুর রহমান (সাধারণ সম্পাদক), আনোয়ার হোসেন আমজাদ (সাংস্কৃতিক সম্পাদক), জিএম তানভির হাসান (সদস্য), বেলাল আহমদ (সদস্য); ৯. সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা শাখা: ৩ আগস্ট, মাস্টার কবির আহমদ (সমন্বয়ক), এড. হাবিবুর রহমান (সভাপতি), এড. আবুল হোসেন (সাধারণ সম্পাদক), ১০. তাহিরপুর উপজেলা শাখা: ২৪ জুলাই; লুৎফুল (সমন্বয়ক), গোলাম সরোয়ার লিটন (সভাপতি), আলম সাব্বির (সাধারন সম্পাদক); মো. মিজানুর রহমান খান (জেলা সমন্বয়ক), সুনামগঞ্জ ১১. ছাতক উপজেলা শাখা: ২৪ জুলাই; এড. সিতাব আলী (সমন্বয়ক), প্রভাষক আব্দুল হামিদ (সভাপতি), এড : আবুল কালাম আজাদ (সাধারণ সম্পাদক), অনুপম কর (সহ সম্পাদক), পঙ্কজ দত্ত (সাংগঠনিক সম্পাদক); ১২. নবীগঞ্জ

উপজেলা শাখা: ৪ আগস্ট; সামসুল ইসলাম ছনু (সভাপতি), বদরুল আলম চৌধুরী (সাধারণ সম্পাদক); ১৩. হবিগঞ্জ সদর উপজেলা শাখা: ৩ আগস্ট, মাস্টার কবির আহমদ (সমন্বয়ক), এড. হাবিবুর রহমান (সভাপতি), এড. আবুল হোসেন (সাধারণ সম্পাদক); ১৪. বিশম্বরপুর উপজেলা শাখা: ৮ আগস্ট, তানবির আহমেদ (সমন্বয়ক), এএইচএম মোশারফ (সভাপতি), লুৎফুর রহমান লিটন (সাধারণ সম্পাদক); ১৫. রাজনগর উপজেলা শাখা: ২৬ জুলাই; মনতোশ দাশ (সমন্বয়ক), ফখরুল ইসলাম (সভাপতি), জুয়েল আহমদ (সাধারণ সম্পাদক), রিবান বকস্ (সদস্য) ১৬. রাজনগর একাসত্তোস দাখিল মাদরাসা: মো শাকির আহমদ (সভাপতি), মো রেদওয়ান ইসলাম (সাধারণ সম্পাদক), ১৭. মৌলভীবাজার পৌর কমিটি: ২৬ জুলাই: মোজাহিদ উদ্দিন (সমন্বয়ক), আব্দুল কাইয়ুম (সভাপতি) ও ইমন আহমদ (সাধারণ সম্পাদক); ১৮. মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ শাখা: ৩০ জুন; মেরাজ হোসেন চৌধুরী (সহ-সমন্বয়ক), আব্দুল ওয়াহিদ (সভাপতি), ঝলক রঞ্জন দাশ (সাংগঠনিক সম্পাদ), শাহীন আহমদ (সদস্য), কাজল গোপ (সদস্য) ১৯. খলিলপুর ইউপি মৌলবীবাজার শাখা: সৈয়দ মাছুম আলী (সভাপতি), রাজ্জাক আহমদ (সাধারণ সম্পাদক); ২০. রাজনগর ডি এস ফাজিল মাদরাসা শাখা: ১২ আগস্ট; মো তৌহিদ আহমদ জীবন (সভাপতি), শেখ তারেক আহমদ (সাধারণ সম্পাদক); ২১. মদনমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখা ১৩ আগস্ট; ওলিউর রহমান (সভাপতি), সোহাগ আহমদ (সম্পাদক); ২২. কমলগন্জ পৌর কমিটি, ১৩ আগস্ট, বিশ্বজিৎ রায় (সভাপতি), মোস্তাফিজুর রহমান (সম্পাদক); ২৩. গোবিন্দগঞ্জ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাতক, ১২ আগস্ট; তজম্মুল হক রিপন (সভাপতি), দিনুল ইসলাম শ্যামল (সম্পাদক); ২৪. শ্রীমঙ্গল উপজেলা শাখা, আব্দুর রউফ (সমন্বয়ক), সুজাত আহমদ (সভাপতি), আনোয়ার হোসেন (সম্পাদক); ২৫. কুলাউড়া উপজেলা শাখা; ১২ আগস্ট, এ কে এম জাবের (সভাপতি), মিনহাজুল আবেদিন মান্না (সম্পাদক); ২৬. এমসি কলেজ শাখা ১০ জুন; মাহমুদুল হাসান (সাধারণ সম্পাদক); ২৭. শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়, ৫ আগস্ট: আসিফ আদনান (সমন্বয়ক), আবীদ সালমান (সভাপতি), মোস্তাক আহমদ (সাধারণ সম্পাদক), ২৮. বড়লেখা কমিটি: ২০ আগস্ট; সমছু উদ্দিন (সভাপতি), তামীম ওয়াহিদ ইব্রাহীম (সাধারণ সম্পাদক), ২৯. যুক্তরাজ্য কমিটি: ১৯ আগস্ট; ফখর উদ্দিন চৌ. (সমন্বয়ক), মুহিব চৌধুরী (উপদেষ্টা), শাহীনুর রশিদ, তাওহিদুল আরেফিন চৌধুরী, ৩০. দক্ষিন সুনামগঞ্জ উপজেলা:

২০ জুলাই; বেনু রঞ্জন মজুমদার (সমন্বয়ক), সামিউল কবির (সভাপতি), শাহরিয়ার ইয়াকুব (সম্পাদক) ৩১. রাজনগর ইউনিয়ন কমিটি: ২৭ জুলাই; রোভার শেখ তারেকুল ইসলাম (সমন্বয়ক), বদরুল ইসলাম রুমান (সভাপতি)। ৩২. আদমপুর ইউনিয়ন কমলগঞ্জ: ২২ আগস্ট; সাব্বির এলাহী (সভাপতি), আব্দুল গণি দুলাল (সাধারণ সম্পাদক) ৩৩. জৈন্তাপুর উপজেলা শাখাঃ সভাপতিঃ এইচ.এম আলমগীর সহ-সভাপতিঃ মিছবাহ উদ্দিন সাধার সম্পাদকঃ ইফতেখার আহমদ মুন্না সাংগঠনিক সম্পাদকঃ শ্যামল চন্দ্র নাথ যুগ্ম সাধার সম্পাদকঃ আনোয়ার হোসেন।

৩৪. সুনামগঞ্জ জেলা কমিটিঃ সভাপতিঃ আব্দুস ছাত্তার মামুন সেক্রেটারিঃ সুহেল আহমদ। ৩৫. দোয়ারা বাজার উপজেলা; সমন্বয়ক- আজিজুর রহমান। ৩৬. জগন্নাথপুর উপজেলা; সভাপতি-ঃ মো: আমিনুল হক শায়েক সাধারণ সম্পাদক- দিদার মিয়া। ৩৭. দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলাঃ সমন্বয়ক- শফিকুর রহমান রাজু, সভাপতি- মিতক মাওলা সাধারণ সম্পাদক- জামিল আহমেদ। ৩৮. আবু হোরায়রা মাদরাসা, সিলেট; সমন্বয়ক- হাফিজ তারেক হাসান চৌধুরী সভাপতি- কয়েছ আহমদ, সেক্রেটারি- জামাল আহমদ। ৩৯. রাজনগর পোর্টিয়াস মডেল হাই স্কুল, রাজনগরঃ সমন্বয়ক- খন্দকার মোফাজ্জল সভাপতি- প্রতীক নন্দী দীপ, সাধারণ সম্পাদক- আমিনুল ইসলাম। ৪০. কাকিয়াবাজার হাই স্কুল শ্রীমঙ্গলঃ সমন্বয়ক- নোমান আহমদ, প্রধান শিক্ষক সভাপতি- ক্ষিতীশ চন্দ্র রুদ্রপাল সাধারণ সম্পাদক- স্বপ্না মজুমদার। ৪২. ফতেপুর ইউনিয়নের সমন্বয়ক রোভার মু: জাহেদুল ইসলাম, সভাপতি ডা: তোফায়েল আহমদ জুনেদ, সাধারণ সম্পাদক- হাফিজ আব্দুল কাইয়ুম, ৪৩. টেংরাবাজার ইউনিয়নের সমন্বয়ক পান্ত ধর, সভাপতি- সরওয়ার খান, সাধারণ সম্পাদক মো- মুহিদ মিয়া। ৪৪. লিডিং ইউনিভার্সিটি ১৪ নভেম্বর ২০১৫; সভাপতি- রানা মজুমদার, সেক্রেটারি- রাসেল খান। ৪৫. সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজ: সভাপতি রাজন পাল, সেক্রেটারি- শান্তিবধারী রায়। ৪৬. গোয়াইনঘাট উপজেলা: সভাপতি- জুনেদ আহমদ, সেক্রেটারি- মঞ্জু আহমদ শাওন। কমলগঞ্জ ও মৌলভীবাজার সদর উপজেলার অনেক কমিটির নাম অন্তর্ভূক্ত করা যায় নি। ৪৭. রোভার এম. জসীম উদ্দিন সমন্বয়ক কামারচাক ইউনিয়ন। **৪৮. বিশ্বনাথ উপজেলা কমিটি সমন্বয়ক এস পি সেবু। ৪৯. ঢাকা দক্ষিন ইউনিয়ন কমিটি সমন্বয়ক শাহজাহান সাগর। ৫০. মৌলভীবাজার দরগা মহল্লা ওয়ার্ড কমিটি সমন্বয়ক মিলন শেখ। ৫১. শ্যামরকোনা গ্রাম কমিটি রাজনগর উপজেলা সমন্বয়ক রাহেল আহমদ। ৫২. অলি খান সমন্বয়ক বাহরাইন। ৫৩. আমিরাত সমন্বয়ক সাজিদুর রহমান। ৫৪. ফ্রান্স সমন্বয়ক ইমরান আহমদ মাসুম। ৫৫. ব্রিস্টল ইউকে সমন্বয়ক রাকিব হান্নান সভাপতি। ৫৬. দয়ামীর ইউনিয়ন কমিটি সমন্বয়ক সানিয়াদ আহমদ নোমান। ৫৭. শাহজালাল উপশহর কমিটি সমন্বয়ক এমদাদ আলী। ৫৮. সিলেট পলিটেকনিক সমন্বয়ক আবু সাঈদ। ৫৯. মুলইবাজার পলিটেকনিক সভাপতি হীরা দাশ। ৬০. কাতার সমন্বয়ক মোরশেদ আহমদ। ৬১. আকতার হোসেন আতিক সমন্বয়ক সিলেট জেলা। ৬২. মো শহীদ আলম সমন্বয়ক আমতৈল বিশ্বনাথ।**

মণিপুর রাজ্য কমিটি

একত্রিশে মে দু হাজার সতরো সালেমণিপুর রাজ্যর জিরিবাম জেলার লালপানি গাঁউতঈ আইজ নাগরি বর্ণে ছিলটী মাতৃভাষার এগারো জন সদশ্য সমেত এক কমিটি বানানি অইছে।

কমিটির সব সদশ্যবৃন্দঃ-

সমন্বয়ক-মোঃ জয়নুল ইসলাম বড়ভূইয়্যাঁ ।

সভাপতি-মোঃ নজরুল ইসলাম লস্কর ।

সহ সভাপতি-গিয়াস উদ্দিন বড়ভূইয়্যাঁ ।

সেক্রেটারী-মোঃ আলিম উদ্দিন লস্কর

সহ সেক্রেটারী-মোঃ জলাল উদ্দিন বড়ভূইয়্যাঁ ।

সদশ্যঃ-

মোঃ লুচই মিয়া লস্কর ।

মোঃ মজর আলী লস্কর ।

মোঃ আব্দুল রহমান লস্কর ।

মোঃ সাইনুল হক বড়ভূইয়্যঁ ।

মোঃ নুরুল হক বড়ভূইয়্যাঁ ।

মোঃ ময়না মিয়া বড়ভূইয়্যাঁ

আইজকুর সভাত ইতিহাসবিদ জানাব ডঃ মুমিনুল হক কে এবং দুনিয়ার সারা ছিলেটী মাতৃভাষা সৈনিক হকলরে বিশেষ ধন্যবাদ আর অভিনন্দন জানানি অইছে ।

মনিপুর রাজ্য কমিটি পুনর্গঠন

মনিপুর রাজ্যিক কমিটির লালপানি সবাহি মক্তবে দুই সেপ্টেম্বর দু হাজার সতরো সালে বিয়াল ৩ টাত শিক্ষক কমর উদ্দিনের সভাপতিত্বে মনিপুর নাগরি হরফ প্রারচার কমিটি সম্প্রসারণ করে পুনর্গঠন করা হয়েছে ।নতুন কমিটির সদস্যবৃনদ : ১। মোঃ হবিব আলি লস্কর-সভাপতি ২। মোঃ আঃ কাদির বড়ভূইয়া-সহ সভাপতি ৩। মোঃ কমর উদ্দিন লস্কর -কার্যকারি সভাপতি ৪। মোঃ জয়নুল ইসলাম বড়ভুইয়া-সম্পাদক । ৫। মোঃ নজরুল ইসলাম লস্কর -সহ সম্পাদক ৬। মোঃ লায়েক উদ্দিন-সহ সম্পাদক ৭। মোঃ ময়না মিয়া বড়ভুইয়া-কোষাধ্যক্ষ ৮। মোঃ আলিম উদ্দিন ,৯। মোঃ হুসেন আহমদ,১০। মোঃ আব্দুল হুসেন১১।,মোঃ আজমন আলি-সদস্য ।বিয়াল ৪ টাত সভার কাজ শেষ হৈছে

মনিপুর রাজ্য কমিটি পুনর্গঠনের ছবি

পুনর্গঠিত কমিটির সদস্যরা ———

সামনে পহলা সারিতে বাম থেকে জয়নুল ইসলাম আলিম উদ্দিন আ কাদির হাবিব আলি নজরুল ইসলাম কমর উদ্দিন।পিছনের সারি বাম থেকে লায়েক উদ্দিন হোসেন আহমদ আজমান আলী ময়না মিয়া আব্দুল হোসেন ।

বরাক সার্কেল নাগরি প্রচার কমিটি

ꠘꠣꠉꠞꠤ ꠙꠌꠣꠞ ꠇꠝꠤꠐꠤ
ꠔꠦꠁꠡ ꠎꠥꠟꠣꠁ ꠎꠤꠞꠤꠛꠣꠝ ꠎꠦꠟꠣꠞ ꠛꠞꠣꠇ ꠡꠣꠞꠇꠦꠟ ꠡꠣꠈꠣ ꠉꠑꠤꠔ ꠢꠄ,
ꠇꠝꠤꠐꠤꠞ ꠖꠣꠄꠤꠔ꠆ꠔꠡꠤꠟꠞꠣ ꠅꠁꠟꠣ
ꠡꠜꠣꠙꠔꠤ--
ꠀꠎꠤꠞ ꠃꠖ꠆ꠖꠤꠘ
ꠡꠦꠇ꠆ꠞꠦꠐꠣꠞꠤ--
ꠀꠛꠥ ꠡꠣꠁꠖ
ꠡꠖꠡ꠆ꠡ--
ꠝꠥꠎꠣꠇ꠆ꠇꠤꠞ ꠢꠥꠍꠦꠁꠘ
ꠀꠝꠣꠘ ꠃꠖ꠆ꠖꠤꠘ
ꠞꠝꠎꠣꠘ ꠀꠟꠤ.....

তেইশ জুলাই জিরিবাম জেলার বরাক সার্কেল শাখা গঠিত হয়।

কমিটির দায়িত্বশীলরা

সভাপতি--

আজির উদ্দিন

সেক্রেটারী--

আবু সাহীদ

সদশ্য--

মুজাক্কীর হুসেইন

আমান উদ্দিন

রমজান আলী

লালপানি গাও নাগরি প্রচার কমিটি

ꠘꠣꠉꠞꠤ ꠙꠞꠌꠣꠞ ꠇꠝꠤꠐꠤ
ꠟꠣꠟꠙꠣꠘꠤ ꠉꠣꠅ ꠘꠣꠉꠞꠤ ꠢꠞꠚ ꠙꠞꠌꠣꠞ ꠇꠝꠤꠐꠤ ꠉꠑꠤꠔ ꠅꠁꠍꠦ ꠀꠁꠎ ꠔꠤꠞꠤꠡꠦ ꠎꠥꠟꠣꠁ ꠛꠤꠀꠟ ꠌꠣꠁꠐꠣꠞ ꠡꠝꠄ, ꠡꠜꠣꠄ ꠡꠜꠣꠙꠔꠤ ꠀꠍꠤꠟꠣ ꠝꠧꠋ ꠝꠄꠘꠣ ꠝꠤꠀ, ꠀꠟꠧꠌꠘꠣꠞ ꠛꠣꠖꠦ ꠇꠝꠤꠐꠤ ꠙꠞꠤꠌꠣꠟꠘꠣꠞ ꠟꠣꠉꠤ ꠝꠧꠋ ꠡꠣꠁꠖꠥꠟ꠆ꠟꠣꠢ ꠝꠥꠝꠤꠘ ꠡꠝꠘ꠆ꠛꠄꠇ, ꠝꠧꠋꠝꠄꠘꠣ ꠝꠤꠀ ꠡꠜꠣꠙꠔꠤ, ꠝꠧꠋꠀꠛꠖꠥꠟ ꠞꠇꠤꠛ ꠡꠢꠡꠜꠣꠙꠔꠤ, ꠝꠧꠋ ꠁꠡꠣꠖ ꠀꠟꠤ ꠡꠦꠇ꠆ꠞꠦꠐꠣꠞꠤ, ꠝꠧꠋ ꠟꠣꠄꠇ ꠅꠖ꠆ꠖꠤꠘ ꠡꠢ ꠡꠦꠇ꠆ꠞꠦꠐꠣꠞꠤ, ꠝꠧꠋ ꠀꠛꠖꠥꠟ ꠢꠥꠍꠦꠘ ꠇꠦ ꠘꠤꠞꠛꠣꠌꠤꠔ ꠇꠞꠣ ꠅꠄ,

লালপানী গাউ নাগরি হরফ প্রচার সমিতি গঠিত অইছে আইজ ত্রিশে জুলাই বিয়াল ৪ টার সময় ।সভায় সভাপতি আছিলা মোঃ ময়না মিয়া ।আলোচনার বাদে কমিটি পরিচালনার লাগি মোঃ সাইদুল্লাহ মুমিন সমন্বয়ক, মোঃ ময়না মিয়া -সভাপতি ,মোঃ আব্দুল রকিব -সহ সভাপতি, মোঃ ইসাদ আলি -সেক্রেটারী ,মোঃ লায়েক উদ্দিন সহ-সেক্রেটারী ,মোঃ আব্দুল হুসেন কে নির্বাচিত করা হয়।

শ্যামনগর স্কুল, ছাতক

গত ১ অক্টোবর ছাতকের শ্যামনগর স্কুলে বিকাল ৩টায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল নাগরি বর্ণ লিখন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোস্তাক হোসেনের সভাপতিত্বে ও পরিষদের ছাতক শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক পংকজ দত্তের পরিচালনায় উপস্থিত ছিলেন পরিষদের সুনামগঞ্জ জেলার সমন্বয়ক মিজানুর রহমান খান, ছাতক শাখার সাধারণ সম্পাদক এড. আবুল কালাম আজাদ, নাগরি প্রশিক্ষক মাহতাব উদ্দিন, শিক্ষিকা শাহানা সুলতানা, রুমা দত্ত, শিক্ষক শহিদুল ইসলাম ও আমিন উদ্দিন। ২০ জন প্রতিযোগীর মধ্যে যথা মে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে ফাহিমা বেগম, রুমি বেগম ও মাছুমা বেগম। অবশেষে বিজয়ীদেরকে পুরস্কার ও সনদপত্র প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান সফল ভাবে সমাপ্ত হওয়ায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ইতিহাসবিদ ড.মুমিনুল হক।

ছাতক উপজেলার শ্যামনগর ইস্কুলের হুরুত্তাইন্তর নাগরি লেখা প্রতিযোগিতাত পরিক্ষা দেওয়ার

ছাতক উপজেলায় শ্যামনগর বিদ্যালয়ো নাগরি লিখন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের ফটোসেশন।

নাগরি লিখন প্রতিযোগিতা

সাতটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নাগরি লিখন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এগুলো হল: জামেয়া, গ্রিন লিফস, শ্যামনগর, কৃষ্ণনগর, দারুল উলুম, রাজনগর পোর্টিয়াস হাই স্কুল। নিম্নে বিবরণ দেয়া হল।

জামেয়া আবু হুরায়রা (রা.) আল ইসলামিয়া মাদ্রাসায়, সিলেট

আজ ৬ নভেম্বর ২০১৫ইং শু বার দুপুর ৩.৩০ ঘটিকায় জামেয়া আবু হুরায়রা (রা.) আল ইসলামিয়া, বিমানবন্দর, সিলেট মাদ্রাসায় নাগরি লিখন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায়! হল পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন- সিলেট জেলার প্রচার সম্পাদক আব্দুলাহ্ আল ফারুক। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-সভাপতি কামরুল হক চৌধুরী। জামেয়া আবু হুরায়রা (রা.) আল ইসলামিয়ার উপদেষ্টামণ্ডলীর অন্যতম সদস্য মুফতি বদরুল ইসলাম। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সিলেট জেলার সমন্বয়ক ও সাংগঠনিক সম্পাদক মো. তারেক হাসান চৌধুরী। প্রতিযোগিতার ফলাফল, প্রথম হয়েছেন যুগ্মভাবে! আকমল হুসাইন (দশম শ্রেণি), মিজানুর রহমান (অষ্টম শ্রেণি) দ্বিতীয়! হয়েছেন ৩ জন! কাউছার আহমদ মারুফ (দশম শ্রেণি), ফয়সল আহমদ (নবম শ্রেণি)! আকরামিন আহমদ ইসমাঈল (অষ্টম শ্রেণি) এবং তৃতীয়! হয়েছেন ওসমান গণী (অষ্টম শ্রেণি)।

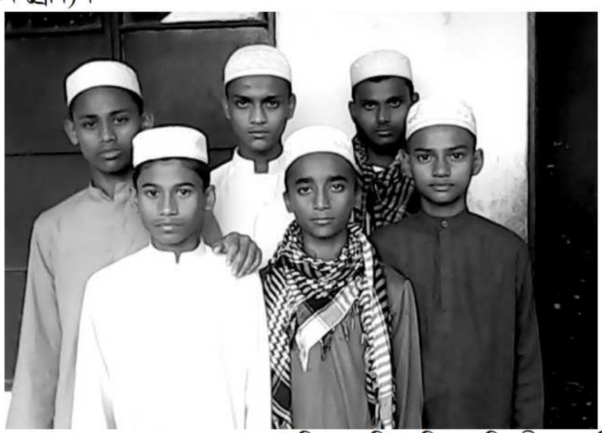

জামেয়া আবু হুরায়রা মাদ্রাসার নাগর লিখন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের ছবি।

মজিদপুর গ্রিন লিফস্ কিন্ডারগার্টেন, রাজনগর

আজ ১১.১১.২০১৫ ইং রোজ বুধবার রাজনগরের মজিদপুর গ্রিন লিফস্ কিন্ডারগার্টেনে নাগরী বর্ণে ছিলটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদ এর নাগরি লিখন প্রতিযোগিতা ও পুরুস্কার বিতরণী সভা আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্রীণ লিপসের প্রতিষ্টাতা প্রধান শিক্ষক জনাব ইলিয়াস মাস্টার এবং পরিচালনা করেন রাজনগর উপজেলার সমন্বয়ক ও নাগরি শিক্ষক প্রেস রোভার শেখ মু. তারেকুল ইসলাম । এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গ্রিন লিফসের সিনিয়র শিক্ষক জনাব মশাহিদুল আলম । বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন গ্রিন লিফসের শিক্ষিকা মাধবী রানী দাশ, পার্বতী দাস, সেলনা বেগম, চম্পা রানী নন্দী । প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন ভাগ্যশ্রী নন্দী। দ্বিতীয় নাজমুল সায়েম তালুকদার। তৃতীয় সৌমিক নন্দী সৌম এবং বিশেষ বিবেচনায় তাহমিনা আক্তার লিলি ও মায়েদা আক্তারকে পুরস্কার দেওয়া হয়। বং পুরস্কার বিতরণে মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

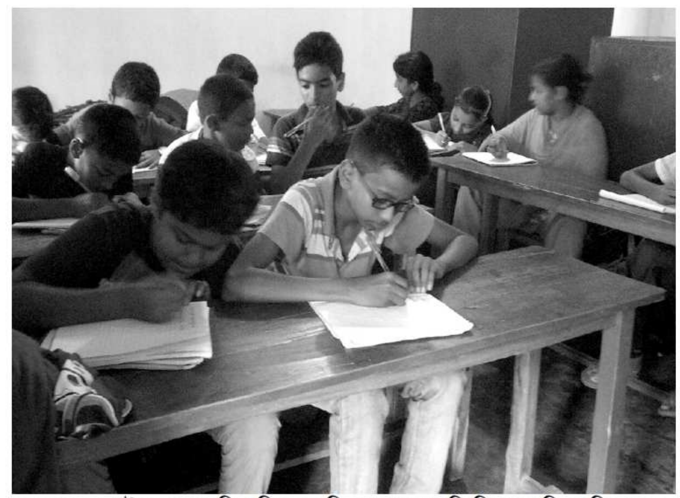

রাজনগর উপজেলার গ্রিন লিফ কেজি স্কুলের নাগরি লিখন প্রতিযোগিতায় পরীক্ষা গ্রহণের দৃশ্য।

নাগরি হরফ শিক্ষা আর নাম লেখার প্রতিযোগীতা

ꠘꠣꠉꠞꠤ ꠢꠞꠚ ꠡꠤꠇ꠆ꠇꠣ ꠀꠞ ꠘꠣꠝ ꠟꠦꠈꠣꠞ ꠙ꠆ꠞꠔꠤꠎꠉꠤꠔꠣ......
ꠝꠘꠤꠙꠥꠞꠞ ꠎꠤꠞꠤꠛꠣꠝ ꠎꠦꠟꠣꠞ ꠡꠘꠣꠙꠥꠞ ꠉꠣꠅꠔ ꠖꠡ ꠎꠥꠟꠣꠁ ꠘꠣꠉꠞꠤ ꠢꠞꠚꠦ ꠘꠣꠝ ꠟꠦꠈꠣ ꠙ꠆ꠞꠔꠤꠎꠉꠤꠔꠣ ꠅꠁꠍꠦ, ꠙ꠆ꠞꠔꠤꠎꠉꠤꠔꠣꠔ ১৬ ꠎꠘ ꠍꠣꠔ꠆ꠞ ꠍꠣꠔ꠆ꠞꠤ ꠡꠞꠤꠇ ꠅꠁꠍꠁꠘ, ꠄꠁ ꠙ꠆ꠞꠔꠤꠎꠉꠤꠔꠣꠔ ꠎꠦ ꠔꠤꠘ ꠍꠣꠔ꠆ꠞ ꠍꠣꠔ꠆ꠞꠤ ꠚꠣꠞꠡ꠆ꠐ ꠡꠦꠇꠦꠘ꠆ꠒ ꠕꠣꠞ꠆ꠒ ꠅꠁꠍꠁꠘ ꠔꠣꠞꠣꠞ ꠘꠣꠝ ① ꠞꠡꠤꠖꠣ ꠛꠦꠉꠝ ② ꠝꠤꠘꠣꠞꠣ ꠛꠦꠉꠝ ③ ꠝꠤꠍꠛꠣꠃꠟ ꠢꠇ, ꠘꠣꠉꠞꠤ ꠡꠤꠇ꠆ꠇꠇ ꠀꠍꠟꠣ ꠎꠄꠘꠥꠟ ꠁꠍꠟꠣꠝ.

প্রতিযোগীতা.

নাগরি হরফ শিক্ষা আর নাম লেখার প্রতিযোগীতা......
মণিপুরর জিরিবাম জেলার সোনাপুর গাউত দশ জুলাই নাগরি হরফে নাম লেখা প্রতিযোগীতা অইছে,প্রতিযোগীতাত ১৬ জন ছাত্র ছাত্রী শরিক অইছইন,এই প্রতিযোগীতাত যে তিন ছাত্র ছাত্রী ফাষ্ট,সেকেন্ড,থার্ড অইছইন তারার নাম ১- রসিদা বেগম ২-মিনারা বেগম ৩-মিছবাউল হক।
নাগরি শিক্ষক আছলা জয়নুল ইসলাম।

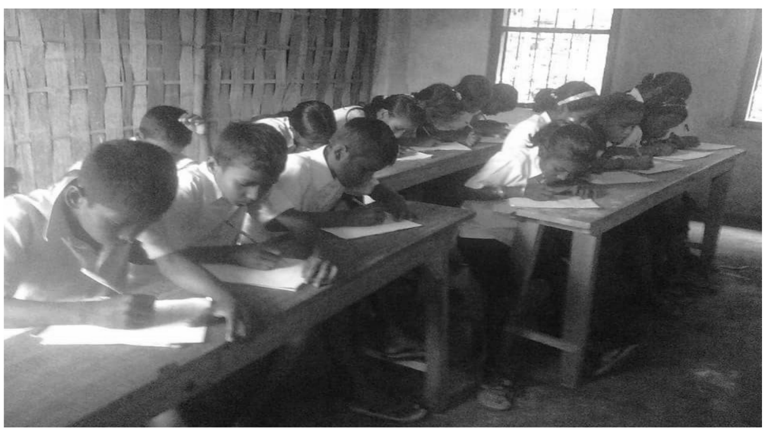

প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহন কারী ছাত্র ছাত্রীর ছবি

প্রতিযোগীতা.

লালপানি গাউর সুন্নী সবাহি মক্তব
বিজয়ীগন-যথাক্রমে ১-কানিজ ফাতিমা ২-আশ্রাফুল আলম ৩-হামিদা বেগম।
প্রতিযোগীতাত শিক্ষক আছলা কমর উদ্দীন

বিজয়ীদের ছবি

প্রতিযোগীতা.

জিরিবাম আহমেদাবাদ মাদ্রাসা
বিজয়ীগন-যথাক্রমে ১ রাশমিনা বেগম ২-শাবির আহমদ ৩- শমাজুল হক,

বিজয়ীদের ছবি

প্রতিযোগিতা

আসামের কাছাড় জেলার রাজনগরে সাত অক্টোবর দু হাজার সতরো সালে নাগরি হিকা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ।

নাগরি শিক্ষক হবিবুল ইসলাম লস্করসহ বিজয়ীরা হইল আবিদা আক্তার মজুমদার জেসমিন খানম লস্কর জাহেদা আমিন ইয়াসমিন লস্কর মিনারা বেগম বড়ভূইয়া আসমা বেগম বড়ভুইয়া জাবির হোসেন বড়ভুইয়া

আইজ দু হাজার সতরো সালের পয়লা অক্টোবর রবিবার বিয়াল সাড়ে তিনটার সময় নাগরি হরফ প্রচার কমিটি ভারতের আসামের কাছাড় জেলার ধলাই বামের রাজনগরে গঠনের লাগি হাজী আকদ্দস আলী বড়ভুইয়ার সভাপতিত্বে এক সাধারন সভা অনুষ্টিত হইছে । আলোচনার পর সমন্বয়ক হবিবুল ইসলাম লস্কর সভাপতি আজিজুর রহমান মজুমদার সেক্রেটারী মৌলানা মহববুর রহমানকে নির্বাচিত করে পনরো সদস্য কমিটি ঘোষনা করা হইছে।

আসাম রাজ্যের কটন বিশ্ববিদ্যালয়ে

আসাম রাজ্যের কটন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইজ বাইশে নভেম্বর দু হাজার সতরো সালে নাগরি হরফ প্রচার কমিটি নয় জন সদশ্য সমেত এক কমিটি বানানি অইছে ।

কমিটির সব সদশ্যবৃন্দঃ-
সমন্বয়ক- নঈম উদ্দিন লস্কর
সভাপতি - লীনাক্ষ্মী নাথ
সহ সভাপতি নাজিম উদ্দিন
সেক্রেটারী - নিজাম উদ্দিন
সহ সেক্রেটারী- হাবিবুল্লাহ বড়ভুইয়া
সদস্য বৃন্দ
আবু ছালেহ নজমুদ্দিন
নঈম উদ্দিন
নাজিফা মুহসীনা লস্কর
আলিম উদ্দিন

আইজকুর সভাত ইতিহাসবিদ জানাব ডঃ মুমিনুল হক কে এবং দুনিয়ার সারা ছিলেটী মাতৃভাষা সৈনিক হকলরে বিশেষ

নাগরি হিকা প্রতিযোগিতার ছবি

জিরিঘাট আসামর লালপানিত বিশ আগষ্ট বিয়াল ৩টাত হরুতার মাঝে নাগরি অক্ষর হিকা ও লেখার এক প্রতিযোগিতা অইছে । হেলিম লস্করের উদ্যোগে ও মনিপুরের কমর উদ্দিনের সহযোগিতায় ই প্রতিযোগিতা অইছে ।পচিশজন প্রতিযোগি আছলা আইজকুর প্রতিযোগিতাত । পরথম,দ্বিতীয় আর ৩য় অইছইন রসিদা বেগম চৌধুরী, সাহারুল ইছলাম,রুহিত আকতার ।১ম,২য় ও ৩য় বিজয়ী হরুতারে পুরস্কার দেওয়া অইছে ।পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন মনিপুরের কমর উদ্দিন ।

ঐতিহাসিক একুশে জুন

সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুমিনুল হক ছিলটি ভাষা স্বীকৃতির জন্য ২১ জুন ২০১৫ তারিখে প্রথম ঐতিহাসিক যে স্মারকলিপি প্রেরণ করেন মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর বরাবরে তার অনুলিপি

নাগরি বর্ণে ছিলটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদ

স্মারকলিপি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া স্মারকলিপির নাগরিতে লিখিত কপি

বই পুস্তকে ছিলটি ভাষা হারাইবার লাগি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ মোদিকে দেওয়া স্মারকের কপি

To,

The Hon'ble Prime Minister of India,
New Delhi.
Through the Deputy Comissioner, Jiribam, Manipur

Sub:- Prayer for Preserve and promote Sylheti language with its ancient Scripts i.e Siloti-Nagri scripts by declaring Sylheti language as one of the 3rd language in India like Urdu, Persian etc. in the interest of about 1 (one) crore sylheti Bengali people of Northeast India.

Most Respected Sir,

We, on behalf of the **'MANIPUR NAGRI HOROF PROCHAR SOMITI'** have the honour to lay the following few lines for favour of your kind consideration and necessary action, please.

That sir, In our N.E. India, there are about 1(one) crore Sylheti Bengali whose mother tongue is Sylheti under Bengali identification. The Sylheti speak their mother tongue in all fields excepts in Schools and colleges.

That Sir, due to lack of books in School/College Sylhetis of N.E. India compelled to read 'BANGLA' language in the School/College and bound to mention 'Bengali' as mother tongue specially in N.E. Indian region such as Barak Valley of Assam and Jiribam of Manipur state.

That Sir, from ancient time, Sylheti -Nagri Script is used to write Sylheti -Bengali language UNESCO also declared 'Sylheti-Nagri' is the script of Sylheti -Bengal language UNESCO also declared 'Sylheti' as one the separate language with the UNICODES of the scripts in 2005, from BANGLA.

That Sir, due to lack of book in 'NAGRI SCRIPTS' for Sylhetis, the scripts as well as sylheti language is towards extinction.

That Sir, As per the UNESCO Resolution vide Resolution No. A/RES/61/266 dtd. 17 Nov., 1999 all language spoken by the people in the world should be promoted and preserved. According to that UN Resolution, we are praying to you kindly promote and declare "Sylheti-language with its own ancient NAGRI SCRIPTS" as one of the 3rd (third) language like Urdu, Persian, etc. in the interest of the 1 (one) crore sylheti -Bengali people of North East India.

Dated, Jiribam
The 28th Aug. 2017

Yours faithfully

On behalf of - MANIPUR
NAGRI HOROF PROCHAR SOMMTI

1. Komoruddin
2. Joynul Islam Barbhuiya
3. Md. Maina Mia
4. Md. Hussain Ahmed
5. Md-Layak Uddin

বাংলাদেশের মুলইবাজারের ডিসি ও ভারতের জিরিবামের ডিসির কাছে স্মারক হস্তান্তর

১৬ জুলাই ২০১৫ তারিখে মৌলভীবাজার জেলার ডিসি জনাব কামরুল হাসানকে মৌলভীবাজার সরকারি কলেজ শাখার পক্ষে মেরাজ চৌধুরী ও ঝলক দাস কর্তৃক নাগরি পোস্টার ও স্মারকলিপি প্রদানের দৃশ্য।

ঐতিহাসিক আটাশে আগষ্ট ।ছিলটি ভাষা ভারতের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্তির দাবিতে নাগরি প্রচার কমিটি পক্ষ থেকে মণিপুর রাজ্যের জিরিবাম জেলার ডি সি রবার্ট ক্ষেত্রিময়ুমের মাধ্যমে ভারতের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বরাবরে স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়।

নাগরিতে দোকানের সাইনবোর্ড

২০১৫ সালের ১৪ নভেম্বর শনিবার নাগরিতে লিখে প্রথম দোকানের সাইন বোর্ড টাঙাইয়াছেন এড. আবুল কালাম আজাদ দোকানের নাম গ্রামীণ কর্নার এন্ড কনফেকশনারী পরিষদের তিনি ছাতক উপজেলা সাধারণ সম্পাদক। ইতিহাসে তিনি স্থান করে নিলেন। নাগরি সৈনিকদের জন্য সুখবর। পরিষদের পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ।

নাগরি সৈনিক রনি রাজনগর উপজেলার তারা পাশা বাজারে নিজস্ব মারজানা লাইব্রেরি নাগরিতে নাম লিখেন ২০১৭ সালে। এটি দ্বিতীয় সাইনবোর্ড।

ভারতের পহলা নাগরিতে দোকানের সাইনবোর্ড

ভারতের পহলা নাগরিতে দোকানের সাইনবোর্ড লাগাইছন ময়না মিয়া (ময়না গ্রোসারী)লাল পানি বাজার

ভারতের দুই নমবার নাগরিতে দোকানের সাইনবোর্ড লাগাইছন আ কাদির (আমানত বুক সেন্টার)লাল পানি বাজার

নাগরি পেপারের প্রথম পৃষ্টা

নাগরিতে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র ছিলটি খবরের প্রথম সংখ্যার প্রথম পাতা

নাগরি পেপারের প্রথম পৃষ্টা

নাগরিতে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র ছিলটি খবরের দ্বিতীয় সংখ্যার প্রথম পাতা

নাগরি পেপারের প্রথম পৃষ্টা

মণিপুর থেকে প্রকাশিত নাগরি পেপারের প্রথম পৃষ্টা

ত্রৈমাসিক ছিলটি খবর

ছিলেটি ভাষায় নাগরিতে লেখা ফয়লা প্রকাশিত সংবাদপত্র ছিলটি খবর

ছিলেটিদের মাতৃভাষা ছিলটি ভাষা

চতুর্থ সংখ্যা — আগষ্ট ২০১৭ - ২০১৭ পাতা০১ — দাম মাগনা —

ইদ্রিছ আলী ও বাবু মিয়া নাগরি লিপি আর ছিলেটি ভাষার আসার আলো----

খবরিয়া.......

নিজর মাইর ভাষা ও লিপি ভুলিয়া ছিলটিরা পরগাছা অইজিরা। ছিলটি ভাষার নাগরি লিপি 2005 সালর মার্চ মাসো ইউনিকোড সইতে আন্তর্জাতিক ভাবে অনুমোদিত অইছে। অনুমোদনর খবর হখল ছিলটিরা এখনো জানইন না,এখ সময় আমরার বাফ দাদারা যা ফড়তা লেখতা আমরা এখন তা ফড়িও না আর লেখা ইকটাত বউত দুরর খতা,ফ্রান্সের ভাষা যাদুঘরে ছিলটি ভাষার নাম আছে তা খয় জন ছিলটিয়ে জানি।ছিলটি ছাড়া দুনিয়ার হখল মানুষে মার ভাষা হিকরা আর আমরা মার ভাষা ভুলরাম এর চেয়ে শরম আর কিতা অইতো ফারে, এর বাদেও মাঝে মধ্যে এখ দুইটা খবর আমরার মনো আসার আলো দেখায়,ইলা এক খবর অইলো ঔ ভাষারে মণিপুরর লালপানি গ্রামর ইদ্রিছ আলি ও বাবু মিয়ারা এখন কামড় মারিয়া ধরিয়া আছইন ।তারা ছিলটি ভাষার নাগরি পুথি হকল সময় পড়ইন আর লেখতাও ফারইন,

মনিপুরো পানচাইত-কাউনছিলারি ভোটর তারিক ফড়িগেছে।

খবরিয়া কমর উদ্দিন

মনিপুর সরকার পানচাইত মেমবার আর কাউনছলারি ভোটর তায়-তারিক এলান করি দিছইন । পাবলিক নোটিফিকেশন করা অইব ২৮/০৭/২০১৭ ইং। কেনডিডেইট অখলর নমিনেশন ফরম জমা দিবার শেষ দিন ০৪/০৮/২০১৭ ইং। স্কুটিনি মানে নমিনেশন ফরম চেকচাক করিয়া দেখা অইব ০৫/০৮/২০১৭ইং। নমিনেশন উঠাইয়া লওয়ার শেষ দিন ০৮/০৮/২০১৭ ইং। ভোট অইব ১৪/০৯ /২০১৭ইং। ভোট দেওয়া জাইবো বিয়ান ৮ টাত থাকি বিয়াল ৪টা পর্যন্ত । যদি জায়জরুরত পড়ে তে রি ভোট অইব ১৬/০৯/২০১৭ইং তারিকো । ভোট গনা অইব ১৮/০৯/২০১৭ ইং তারিকো । ইলেকশনর হাববুই কাম শেষ অইব ২৯/০৯/২০১৭ ইং । মনিপুর সরকারর রুরেল ডেবলাপমেন্ট এবং পানচাইত রাজ ডিফারমেন্টর ডেপুটি সেকরেটারি মিঃ কাজাইগাই ঔ এলান জারি করছইন ।

আল আকসা....

গত এক মাস থাকি ইসরাইলী বাহিনী আল আকসা মসজিদে মুসল্লীদের নামাজে যাইতে দের না নানাতা দেখাই।মুসলমানরে বলা হয় জঙ্গী।তারা এক জনরে মারলে কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী দেয়, যে পহলা ও দিতীয় বিশ্বযুদ্ধে খৃষ্টানরা লাখ লোক মারছে।বজনিয়া ও ইরাকে বুশ হাজার হাজার লোক মারছে, তারা কেহ মুসলমান নাহ।তারা হাজার হাজার লোক মারলে জঙ্গী হয় না ।মিডিয়া মুসলমানের উন্নতিতে বদনাম রঠার।ইহুদি জঙ্গীরা আল আকসা দখল করি রাখছে।মিডিয়া নিরাই।আউকা জঙ্গীদের হাত থেকে আল আকসা মুক্ত করি।

এলান

ছিলেটিদের মাতৃভাষা ছিলটি ভাষা।ছিলটি ভাষার বর্ণের নাম নাগরি।মণিপুরে নাগরি বিপ্লব নামে একটি বই অচিরে বারইব।আপনার কপি লাগি যোগাযোগ করউকা।

জয়নুল ইসলাম-
৮১১৯০৮৫৭৪৫

কমর উদ্দিন-
৯৬১২৪৮৬২১৬

ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক পয়লা নাগরির স্বীকৃতির দাবি তুলেন ।হখল যেগাত ছিলটিদের মাতৃভাষা ছিলটি ভাষা বই লিখেন।পহলা নাগরি সৈনিক নাগরি বিপ্লব আনদলন নাগরি শিক্ষক নাম দিয়ে নাগরির সোনালী দিনের সুচনা করেন।তার লিখিত পাচটি ইতিহাস গ্রন্থ রাজনগরের ইতিবৃত্ত-মৌলভীবাজার জেলার ইতিহাস ও - সিলেট বিভাগের ইতিবৃত্ত এই তিনটি গ্রন্থ 2000 থেকে 2002 লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়।পরবর্তীতে বাংলার ইতিবৃত্ত ও ইংরেজীতে হিষ্ট্রী অব বাংলাদেশ সহ পাচটি বই ঢাকা গতিধারা প্রকাশ করে।

সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ করুন----
শিকদার আবুল বাশার
গতিধারা
38-2 বাংলাবাজার
ঢাকা 1100
ফোন 01711602442
7117515
7118273
gatidara@bdonline.com
gatidara@agnionline.com
তাছাড়া পপি লাইব্রেরী রাজা ম্যানশন সিলেট
মিতালী লাইব্রেরী
মৌলভীবাজারে পাওয়া যাবে।

নাগরিবর্ণে ছিলটী ভাষা স্বীকৃতি পরিষদের গবেষনামূলক প্রকাশনা সমূহ
ছিলটি নাগরি কবিতা- নাগরি বাচাও আন্দোলন-নাগরি হরফর বই ও নাগরি পোষ্টার

প্রকাশনায় নাগরিবর্ণে ছিলটী ভাষা স্বীকৃতি পরিষদ

গন সাক্ষর ও মানব বন্ধন

নাগরির স্বীকৃতির দাবীতে মুলইবাজার শহরে গনসাক্ষর অভিযান ও আলোচনা সভা

নাগরির স্বীকৃতির দাবীতে প্রথম সংবাদ সম্মেলন মৌলভীবাজার প্রেসক্লাবে ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক সহ অন্যান্যরা

ব্যানার ও সাইন বোর্ড

নাগরিতে লিখিত প্রথম ব্যানার

ছিলট বিভাগের রাজনগর উপজেলার চৌধুরী বাজারে নাগরি হরফে সাইনবোর্ড

নাগরি হরফে দেওয়াল লেখা

কানাইঘাট উপজেলার জুলাই হাইস্কুলের দেওয়ালে নাগরি হরফ লেখার ছবি 20-10-2017

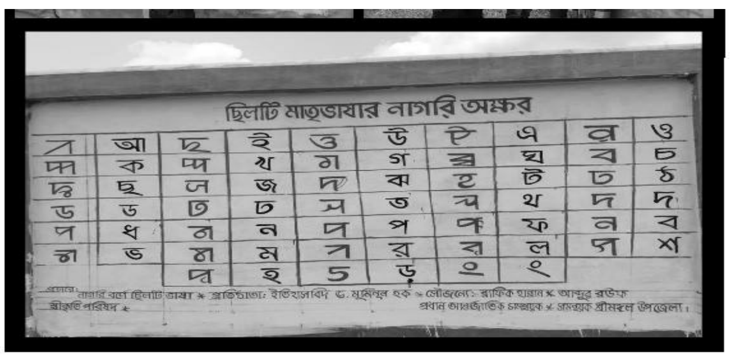

শ্রীমঙ্গল উপজেলার কাকিয়া বাজার হাই স্কুলে নাগরি হরফের দেওয়াল লেখার দৃশ্য

নাগরি হরফে দেওয়াল লেখা

রাজনগর উপজেলার কদমহাটা হাইস্কুলের দেওয়ালে নাগরি হরফ লেখার ছবি 13-05-2017

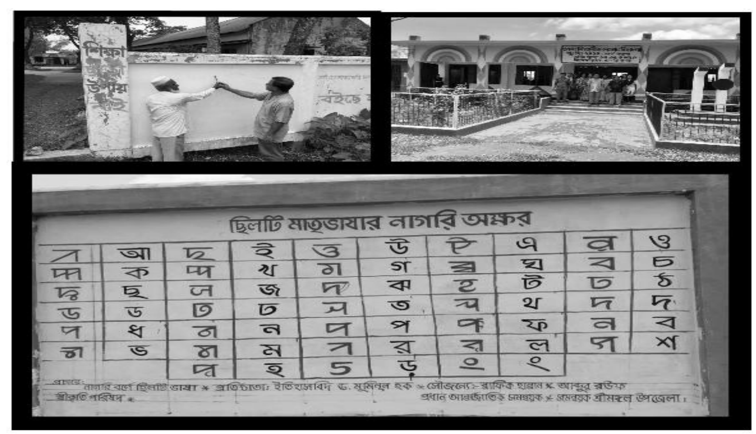

শ্রীমঙ্গল উপজেলার সিংহবীজ বিদ্যালয়ে দেওয়াল লেখার ছবি

নাগরি হরফে দেওয়াল লেখা

মুলইবাজার জেলা শহরের কোর্ট রোডের ওয়ালে নাগরি হরফ 26-03-2017

বিয়ানীবাজার উপজেলার কাচারী রোডের আইডিয়েল স্কুলের দেওয়ালে নাগরি হরফ লেখার ছবি 12-06-2017

নাগরি হরফে দেওয়াল লেখা

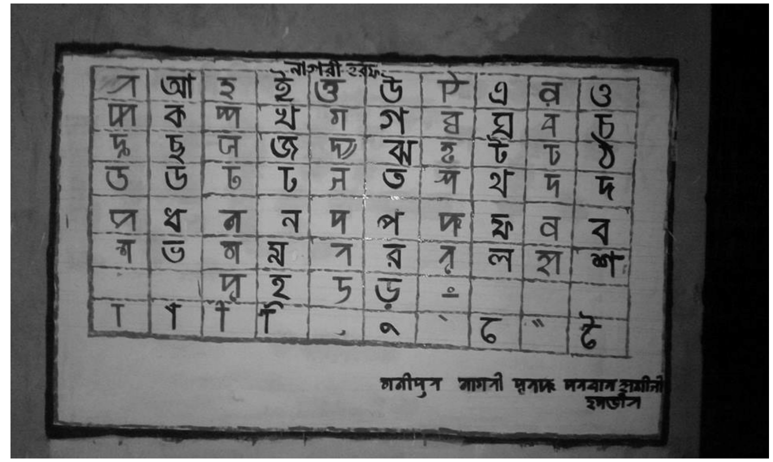

লালপানি বাজার নাগরি হরফে দেওয়াল লেখা ১

লালপানি বাজার নাগরি হরফে দেওয়াল লেখা ২

জেমস উইলিয়াম ও গন মিছিল

নাগরি ফন্টের উদ্ভাবক জেমস উইলিয়ামস কে নাগরি সংবাদপত্র ছিলটি খবর ও আন্দোলনের বই হস্তান্তর করছেন আবু সাঈদ।

নাগরির স্বীকৃতির দাবীতে রাজনগর উপজেলার তারাপাশা বাজারে নাগরি সৈনিক রনি ও রিয়াজের নেতৃত্বে প্রথম গণমিছিল

নাগরি কবিতার বইয়ের প্রচ্ছদ

ড.মুমিনুল হক-উক্ত বই ৫০০কপি, ৩০ হাজার টাকা ব্যয় করে ছাপা করেন

অভিমত——

বাঙালীর মত ছিলেটি একটি আলাদা জাতি।ছিলেটি ভাষা একটি স্বতন্ত্র ভাষা।

ছিলেটিদের মাতৃভাষা ছিলেটি ভাষা।

নাগরি সৈনিকরা ছিলেট জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান।

উপরের চারটি বাক্যগুলি নাগরি আন্দোলনের ও বিপ্লবের জনক ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক ছাড়া কেহ কোথায় বলে নাই বা লিখে নাই।তাহা ছাড়া নাগরি শিক্ষক নাগরি সৈনিক নাগরি আন্দোলন নাগরি বিপ্লব তিনি প্রথম এই শব্দ গুলো ব্যবহার করেছেন ও বিভিন্ন বই এ মুদ্রিত করেছেন।এর আগে কেহ বলেননি বা লিখেননি সাহস করে।এই জন্য তিনি ছিলেটি জাতির কাছে আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

নাগরি সৈনিক জাবের মিয়া

নাগরি ক্যালেন্ডার

নাগরি হরফ দিয়ে ২০১৭ সালে প্রথম ক্যালন্ডার প্রকাশিত হয়। ক্যালেন্ডারের অনুলিপি।

নাগরিতে প্রকাশিত প্রথম হরফ গ্রন্থের প্রচ্ছদের অনুলিপি

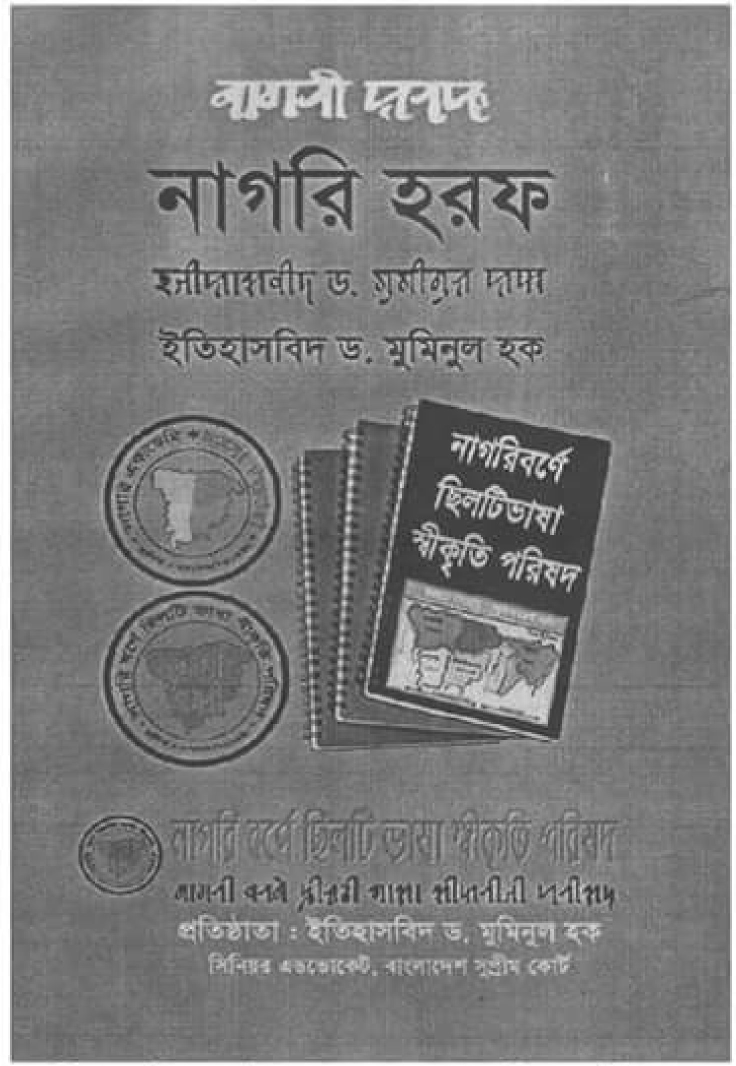

ড. মুমিনুল হক নিজ প্যাকেট থেকে ২৫০০০/= খরচ করে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ২০০০ হরফ বই বিতরণ করেন।

দুটি কলেজে নাগরির সাইনবোর্ড

মুলইবাজার জেলার কাশিনাথ আলাউদ্দিন হাইস্কুল ও কলেজে নাগরি হরফের সাইনবোর্ডের ছবি 13-08-2017

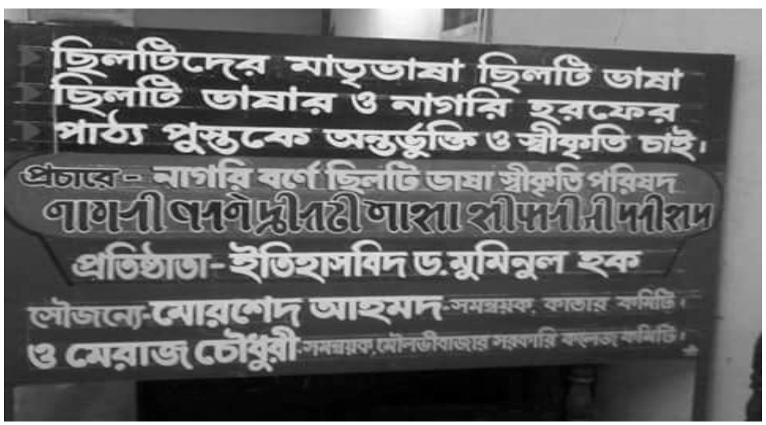

মুলইবাজার সরকারী কলেজে টাঙ্গানো নাগরির স্বীকৃতির দাবীর সাইনবোর্ড 09-05-2017

নাগরি বর্ণে প্রকাশিত প্রথম পোস্টারের অনুলিপি

ড. মুমিনুল হক নিজ প্যাকেট থেকে ৩০,০০০/= খরচ করে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ৩০০০ পোস্টার বিতরণ করেন।

প্রচ্ছদ

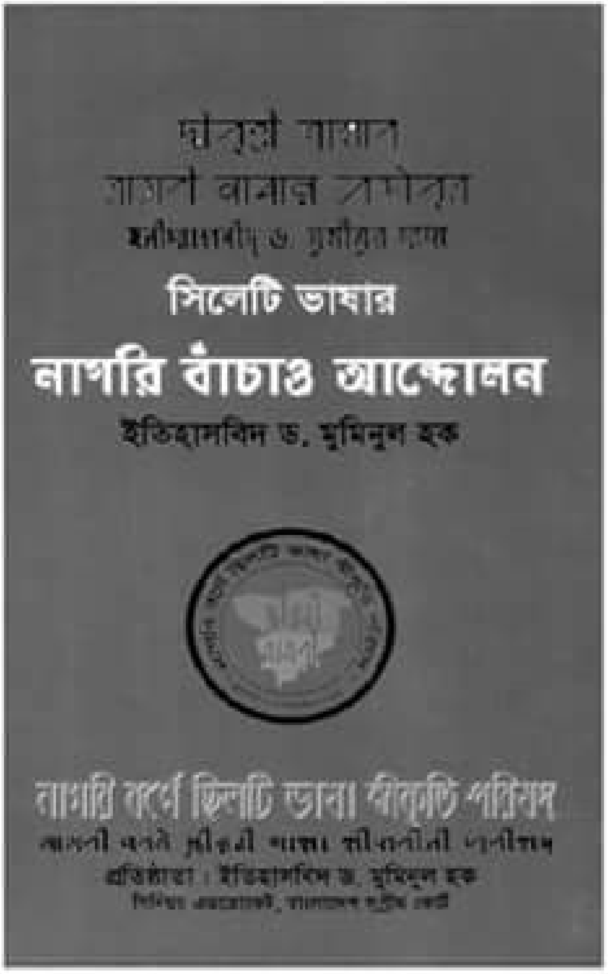

ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক নিজ পকেট থেকে ৪৫০০০ টাকা দিয়ে এক হাজার কপি উপরের নাগরি আন্দোলন গ্রন্থটি প্রকাশ করেন

নাগরি আন্দোলন বইয়ের প্রকাশনা ও নাগরি স্বীকৃতির দাবীতে আলোচনা সভা

নাগরি আন্দোলন গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবের দৃশ্য

মৌলভীবাজার সরকারী কলেজে নাগরির স্বীকৃতির দাবীতে আলোচনা সভায় অধ্যক্ষ সৈয়দ মুহিবুল ইসলাম ও ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক সহ অন্যান্যরা

প্রকাশনা

নাগরি বর্ণে ছিলটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদের নিচের গবেষণা মূলক প্রকাশনা সমূহ ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক নিজ পকেট থেকে প্রায় পাচঁ লক্ষ টাকা খরচ করে প্রকাশ করেন।

১/নাগরি পোস্টার
২/নাগরি হরফের বই ৩ নাগরি হরফের লিফলেট
৩/নাগরি স্বীকৃতি দাবির লিপলেট
৪/ছিলটি ভাষার নাগরি আন্দোলন গ্রন্থ
৫/নাগরির কবিতা
৬/মণিপুরে নাগরি বিপ্লব

নাগরি হিকা প্রতিযোগীতায় বিজয়িদের দেওয়া সনদপত্র

দু হাজার সতরো সালের বিশ নভেম্বর মণিপুরের লালপানিতে অনুষ্টিত মণিপুরে নাগরি বিপ্লব বই এর প্রকাশনা অনুষ্টানের ছবি।

মণিপুরে নাগরি বিপ্লব গ্রন্থের প্রচ্ছদ

দু হাজার সতরো সালে ভারতের মণিপুর রাজ্যে নাগরি বিপ্লব গ্রন্থ 300 কপি পচিশ হাজার টাকা দিয়ে ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক প্রকাশ করেন।

পয়লা নাগরি সৈনিক

জয়নুল ইসলাম বড়ভুইয়া

নাগরি ছিলেটির হরফ আছে ইতিহাস
ঝাড়ি তল্লাসিয়া খবর পাই,
আরিছে মাতৃভাষা সাড়ে দশ কোটি
দুই পারে ছিলেটি জাতির ভাই ।।
`

সাত শ বছরর ইতিহাস নয়া জুড়িলা
স্রেষ্ট ছিলেটি সন্তান ড. মুমিনুল,
মাই-র ভাষার মায়ায় করিলা উজাড়
নিজর মাল রাজনগরর ফুল ।।
`

ভাষা সিকৃতির করৈন দাবি সিলেটে
সিকৃতি পরিষদ পয়লা গড়িয়া ,
৫০ লক্ষ নিজর খরছে লেখিলা ৫টা
ইতিহাস ৩০০০ পৃষ্ঠা জুড়িয়া ।।
`

ধন্য ধন্য ওহে ইতিহাস বিশারদ
দরদী মুমিনুল জাতির জনক ,
মাতৃভাষার টানে ত্যজিলায় জান-মাল,
তুমি ছিলেটির ভবিষ্যত রৌনক ।।
`

অউ উপমহাদেশ ইতিহাস সম্রাট
আর ইতিহাস রৎন পাইলায় উপাদি,
নাগরির কাম কি হালে দিরায় আঞ্জাম
না জাইতো কেও তুমি না অইতায় যুদি
।।
`

নাগরি একাডেমি খুলিয়া ছিলেট আর
ভারতো এওয়ার্ড কৈল্লায় ঘোষণা,
কত জাগাত 'নাগরি খবর' নিজা খরছে
কৈল্লায় যে মাগনা সম্পাদনা ।।
`

ইতা কামর যতউ করক্কুয়া গুণগান
শেষ নাই তারিফ করা লাগব বার
বার ,
২০১৫ সালর ২১ জুন ভেজিলা দাবি
নাগরি সিকৃতির প্রধান মন্ত্রির দরবার ।।
`

তারিফ লেখিলা জুয়েল আহমদ আর
লুৎফুর রহমান হাছা কিছু মাতর ,
বিস্তারে লেখৈন তারিফ মস্তুফা কবি
আর তারেকুল কবিতা বইর ভিতর ।।
`

আমি ধন্য দেই, জানাই যে শুভেচ্ছা
ওহে ভাষার পয়লা সৈনিক নাগরির,
এই দুনিয়াত ইতিহাসো রইব লেখা
নাম তুমার স্রেষ্ট নাগরি বীর ।।
`

কয়েকজন সৈনিক ও নাগরি শিক্ষক

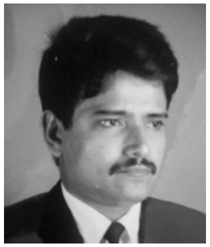

ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক

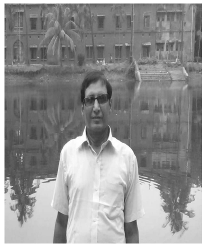

আ রউফ

শহীদুল ইসলাম

আলীম চৌধুরী

মুহাম্মদ রুবেল

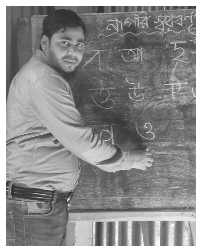

হবিবুল ইসলাম লস্কর

আজাদ উজ জামান

তানযিমুল ইসলাম আজহার

নঈম উদ্দিন লস্কর

প্রকাশনা উৎসব

মনিপুরে ছিলটি খবরের প্রকাশনা উৎসবের ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অনুপম দত্ত ও পলক দেব দু হাজার পনরো সালে রাজনগর উপজেলার আছিয়া খাতুন হাই ইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার ছবি

নাগরি সমাবেশ

পরিষদ কর্তৃক কমলগঞ্জ ও ছাতকে তিনটি নাগরি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ফলে শত শত লোক নাগরি সম্পর্কে জানতে পারে। নিম্নে নাগরি সমাবেশের প্রকাশিত খবরের বিবরণ। নাগরী বর্ণে ছিলটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদ ২নং পতনঊষার ইউপি শাখার উপজেলার প্রথম নাগরী নিয়ে সমাবেশ অনুষ্ঠিত।

গত ১৯ আগস্ট ২০১৫ ইং রোজ বুধবার সকাল ১১টায়! কমলগঞ্জ উপজেলার প্রথম নাগরী নিয়ে! সমাবেশ ২নং পতনঊষার ইউপি নাগরী পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত যুক্তরাজ্য নাগরী পরিষদের প্রধান সমন্বয়ক জনাব ফখর উদ্দিন চৌধুরীর পৃষ্টপোষকতায়! তার প্রতিষ্ঠিত হাজেরা ভানু চৌধুরী কে. জি স্কুলে পরিষদের সভাপতি এম. নজরুল ইসলাম ফারুকের সভাপতিত্বে ও ভাষা-সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এম. এ জলিল, সদস্য হাসিবুল ইসলাম জনির যৌথ পরিচালনায়! সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সভায়! আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলার নাগরী পরিষদের আহবায়ক লুৎফুর রহমান, জাকারিয়া তাফাদার, যুগ্ন-আহবায়ক হোসেন জুবায়ের, পতনঊষার ইউপির ৩নং ওয়ার্ড সদস্য শেখ আসাদুজ্জামান চৌধুরী, কে.জি স্কুলের প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান মানিক, ডা. আব্দুর রহিম, রসুলপুর জামে মসজিদের ইমাম হারুনুর রসিদ, কে.জি স্কুলের সহকারী শিক্ষিকাবৃন্দ, রসুলপুর ব্র্যাক স্কুলদ্বয়ের শিক্ষিকাবৃন্দ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে কে.জি, ব্র্যাক, প্রাইমারী এবং স্কুল কলেজের অনেক শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায়! !নাগরী বর্ণে ছিলটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদের" প্রতিষ্ঠাতা ইতিহাসবিদ ড. মুমিনুল হক এর নাগরী অভিনন্দন জানান। তিনি ফোনে বলেন, এই আলোচনা সভা উপজেলার প্রথম নাগরী চর্চার সমাবেশ বলে ইতিহাসে সাক্ষী হয়ে! থাকবে।

"নাগরি বর্ণে ছিলটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদ" ছাতক উপজেলার রাধানগর দাখিল মাদ্রাসা কর্তৃক অদ্য বিকাল ৩ ঘটিকায় এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষক জনাব মাহতাব উদ্দিনের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের সুনামগঞ্জ জেলা সমন্বয়ক মিজানুর রহমান খান, ছাতক উপজেলা সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক পংকজ দত্ত। বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর উপস্থিতে মতবিনিময় সভায় নাগরির প্রতি তাদের আগ্রহ কেমন জানতে চাইলে

নাগরি দিবস

সাব্বির আহমদ

কে পহেলা সাত মে দুই হাজার পনরো সালে দেড় কোটি ছিলটির মাঝে নাগরির স্বীকৃতির দাবী তুলছিলা।

কে পহেলা ছিলটিদের মাতৃভাষা ছিলটি ভাষা কইয়া নিউজ পেপারে ব্যানারে সাইনবোর্ডে লেখছিলা।

কে পহেলা নাগরি শিক্ষক বানাইয়া নাগরির হিকানির কাম নামছিলা।

কে পহেলা লাখ টাকা খরচ করিয়া নাগরি পোস্টার হরফের বই ছিলটিদের মাঝে মাগনা বাটছিলা।

কে পহেলা ব্যানার সাইনবোর্ড দেওয়াল লেখা ঈদ কার্ড নাগরিতে লেখছিলা।

কে পহেলা নাগরি ক্যালেন্ডার নাগরি নিউজ পেপার নাগরির কবিতা বই বার করছিলা।

কে পহেলা নাগরির স্বীকৃতির দাবির দিন নাগরি দিবসের ঘোষনা দিসলা।

কে পহেলা নাগরি শিক্ষক নাগরি সৈনিক নাম দিয়া নাগরি আন্দোলন শুরু করছিলা।

কে পহেলা নাগরির স্বীকৃতির লাগি প্রধানমন্ত্রীরে সারকলিপি দিসলা।

কে পহেলা শ শ ছিলটি জুয়ানরে নাগরিতে নাম লেখা হিকাইসলা।

কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রামে শ খানেক কমিটি করে নাগরির প্রচার করছিলা।

কে পহেলা নাগরি সৈনিকদের ছিলটের শ্রেস্ট সন্তান কইছিলা।

কে পহেলা নাগরির স্বীকৃতির লাগি গনসাক্ষর মানববন্ধন আর সংবাদ সম্মেলন করছিলা।

তাইন পহেলা হখলতা করছুইন আমরার ছিলটের পুয়া নাগরি আন্দোলনের প্রতিষ্টাতা মুমিনুল হক শ্রদ্ধা তোমারে।

সাতই মে নাগরি দিবস দিছলা আমরারে।

মুলইবাজার সরকারী কলেজে নাগরির উপর আলোচনা সভা ও সর্বপ্রথম এন্ড্রয়েড ফোনের জন্য নাগরী কি-বোর্ড

মুলইবাজার সরকারী কলেজে নাগরির উপর আলোচনা সভা ও সমাবেশে বক্তব্যরত ইতিহাসবিদ মুমিনুল হক

সিলেটের মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির দুই শিক্ষার্থী সাব্বির আহমদ শাওন এবং মো: নুরুল ইসলাম সর্বপ্রথম এন্ড্রয়েড ফোনের জন্য নাগরী কি-বোর্ড তৈরী করেন। কি-বোর্ড টিতে সরাসরি নাগরী লেখা যায় ও নাগরী থেকে বাংলা, বাংলা থেকে নাগরী কনভার্ট করা যায় ও ফনেটিকের মাধ্যমেও নাগরী লেখা যায়।

নাগরি বিপ্লব গ্রন্থের প্রকাশনা ও বৃটিশ লাইব্রেরীতে নাগরি পেপার

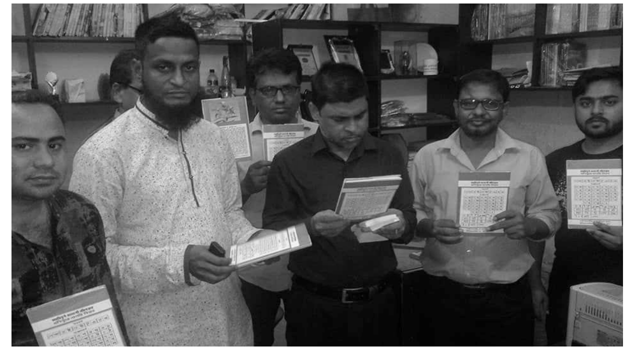

সাতই নভেম্বর দু হাজার সতরো সালে "মনিপুরে নাগরি বিপ্লব "বইটির প্রকাশনা উৎসব মুলইবাজারে অনুষ্ঠিত হয়।
কেন্দ্রিয় কমিটির পক্ষ থেকে আয়োজক ছিলেন শহীদুল ইসলাম

বৃটিশ লাইব্রেরীর কর্মকর্তা ক্রিস গারডেন হাতে নাগরী পেপার ছিলটি খবর। হরফের বই আর ছিলটি ভাষা আন্দোলনের বই লাইব্রেরীতে আমি নিজে দেই 20-09-2018

1/ ঠাকুর মিলন শেখ

2/এম পির কাছে স্মারকলিপি

কে শ শ মাইনষরে নাগরিতে নাম লেখা হিখাইলা।
কে আমরারে নাগরি পোষ্টার আর হরফের বই দিলা।
কে নাগরির স্বীকৃতির দাবী দেওয়ালো লেখাইলা।
কে দশ হাজার টেকা দিয়া নাগরি ফন্ট বার করলা।
কে পয়লা ছিলেটি ভাষা স্বতন্ত্র ভাষা কইলা ও ছাপলা
কে পয়লা ছিলেটি ভাষারে মাতৃভাষা কইলা ও ছাপলা
কে পয়লা ছিলেটি জাতি কইলা ও ছাপলা

কে পয়লা নাগরিতে নিউজ পেপার আর নাগরি কবিতার বই প্রকাশ দিলায়।
তাইন অইলা আমরার নাগরি আন্দোলনর জনক ড.মুমিনুল হক।
আইজ আমরা তানরে চিনিনা -জানি না।
কার হগদা খাও গো বান্দি ঠাকুর চিনো না।
দরগা মহল্লা

দু হাজার পনরো সালে বিশ্বনাথ বালাগঞ্জের এম পি মো ইয়াহিয়া কাছে নাগরির স্বীকৃতির লাগি স্মারকলিপি দেওয়ার ছবি

ড. মুমিনুল হক সম্পর্কে অভিমত

প্রায় এক কোটি সিলেটবাসীর মধ্যে একমাত্র ড. মুমিনুল হক যিনি 'ছিলটি' ভাষার স্বীকৃতির দাবি প্রথম উত্থাপন করেন। তাঁর নাম সিলেটের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। অভিনন্দন জানাই আন্দোলনের রূপকার ড. মুমিনুল হক ইতিহাসরত্নকে।

-শুকুর রহমান যাকারিয়া
আহবায়ক, স্বীকৃতি পরিষদ
কমলগঞ্জ উপজেলা

নাগরির প্রায় সাত শত বছরের ইতিহাসে নতুন এক বিপ্লবের সূচনা করেছেন ইতিহাসবিদ ড. মুমিনুল হক। তিনি নাগরি বর্ণে ছিলটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি রাজনগরের কৃতি সন্তান। তিনি প্রেসক্লাব মুন্সিবাজার, ড. মুমিনুল হক একাডেমিসহ অসংখ্য সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রায় ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বিনামূল্যে নাগরি হরফের ৩ হাজার পোস্টার ও ২ হাজার বই চার হাজার লিফলেট কমিটি করে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছেন। তিনি নাগরি গবেষকদের প্রাণপুরুষ ও পথিকৃৎ। নাগরি ভূমির ছিলটি প্রায় ১ কোটির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সন্তান বলা যায়। তাই ২০১৫ সাল নাগরির সোনালি বছর বলা যায়। এর আগে তিনি প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩ হাজার পৃষ্ঠা সংবলিত ৫টি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করে জাতিকে উপহার দিয়েছেন। তাঁকে নাগরি বর্ণে ছিলটি ভাষা স্বীকৃতি পরিষদ রাজনগর উপজেলা কমিটির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

– মো. জুয়েল আহমদ
সাধারণ সম্পাদক, স্বীকৃতি পরিষদ
রাজনগর উপজেলা

ইতিহাস সাধনা ও রচনাকে মূল মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে উপমহাদেশে ইতিহাস বিশারদ, ইতিহাসরত্ন, ইতিহাসবিদ ও ইতিহাস সম্রাটে ভূষিত হয়েছেন ড. মুমিনুল হক। তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার শ্রেষ্ঠ অবদান জন্মভূমির ৫টি ইতিহাসগ্রন্থ।

- কবি মোস্তাফা